We are for the next generation

সুস্থ দেশের আশায় দুই চাকায়

“স্বাস্থ্যকর বাংলাদেশ যাত্রা”

প্রতিবেদন

টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া সাইকেল যাত্রা ২০২৫

সময়কাল: ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ০৭ অক্টোবর ২০২৫

প্রতিবেদন প্রস্তুতের সময়: ডিসেম্বর ২০২৫

পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: সিয়াম

প্রকাশনা তথ্য

© প্রকাশের বছর: ২০২৫
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত এই প্রতিবেদনের কোনো অংশ পুনর্মুদ্রণ, অনুলিপি, সংরক্ষণ বা যেকোনো ইলেকট্রনিক/যান্ত্রিক মাধ্যমে ব্যবহার করা যাবে না।

প্রতিষ্ঠানের নাম
Social and Environmental Increasing Analysis Movement (SEIAM)/সিয়াম

আইনি অবস্থান
নিবন্ধনের ধরন: সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর
নিবন্ধন নম্বর: খুলনা-১২৭৭/২০০৪
নিবন্ধনের সাল: ২০০৪

প্রকাশক
সিয়াম
ঠিকানা: এফ-৬,২৬/১, শের-ই-বাংলা রোড, খুলনা
মোবাইল: +৮৮০১৭১২-৮০৯৫২৯
ইমেল: info@seiam.org
ওয়েব: www.seiam.org

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী
কাজী মোহাম্মদ হাসিবুল হক, পলিসি লিড, সিয়াম

সম্পাদনা ও নকশা
কাজী মোহাম্মদ হাসিবুল হক, পলিসি লিড, সিয়াম
মো: সাকিব রহমান, ডকুমেন্টেশন কর্মকর্তা, সিয়াম
মো: মোস্তাফিজুর রহমান শাকিল, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সিয়াম

প্রকাশ কাল
ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

ডিসক্লেইমার
এই প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্যসমূহ সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যকর বাংলাদেশ যাত্রার কার্যক্রম, লক্ষ্য ও অর্জনের সারসংক্ষেপ। এখানে উল্লিখিত মতামত ও বিশ্লেষণ সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব।

We are for the next generation

বিভাগীয় ও জেলা
টাস্ক ফোর্স কমিটি, খুলনা

সুস্থ দেশের আশায় দুই ঢাকায়

স্বাস্থ্যকর বাংলাদেশ যাত্রা

২৫শে সেপ্টেম্বর টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া

একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গঠনের পূর্বশর্ত হলো নাগরিক সচেতনতা। আপনি আমি সচেতন হলেই আগামী প্রজন্মের বাংলাদেশ হবে স্বাস্থ্যকর এবং নিরাপদ। আমি বিশ্বাস করি **"স্বাস্থ্যকর বাংলাদেশ যাত্রা"** আমাদের সকলকে হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন গঠন, তামাকমুক্ত বাংলাদেশ এবং মাঠ পার্ক ও জলাশয় রক্ষার দাবিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে।

আসুন আমরা সকলে মিলে সচেতন হই।
একটি সুস্থ ও সুন্দর বাংলাদেশ গড়ে তুলি।

- এডভোকেট মাসুম বিল্লাহ
নির্বাহী পরিচালক (SEIAM)

seiam.org
nagarerkhabor.com/
SEIAM-social and environmental increasing analysis movement

SEIAM-social and environmental increasing analysis movement
seiam.org

We are for the next generation

বিভাগীয় ও জেলা
টাস্ক ফোর্স কমিটি, খুলনা

সুস্থ দেশের আশায় দুই চাকায়

স্বাস্থ্যকর বাংলাদেশ যাত্রা

২৫শে সেপ্টেম্বর টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া

একটি সুস্থ সবল স্বাস্থ্যকর প্রজন্ম গড়ে তুলতে পরিবেশ রক্ষা আমাদের একান্ত দায়িত্ব বলে মনে করি। আমি বিশ্বাসী যে
"স্বাস্থ্যকর বাংলাদেশ যাত্রা"
আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে।

আমরা যদি **বিষমুক্ত খাবার উৎপাদন** ও গ্রহণ করি, **কার্বন নিঃসরণ হ্রাস** করে পরিবেশকে রক্ষা করি, এবং **স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস** গড়ে তুলি, তবেই একটি সুস্থ ও সুন্দর বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব।
এখনই সময় একটি সুস্থ দেশ গঠনের,
এখনই সময় একটি মননশীল জাতি গঠনের।

– মোস্তাফিজুর রহমান শাকিল
প্রকল্প সমন্বয়ক (SEIAM)

seiam.org
nagarerkhabor.com/
SEIAM-social and environmental increasing analysis movement

SEIAM-social and environmental increasing analysis movement
seiam.org

সূচিপত্র

১. প্রেক্ষাপট ১
২. উদ্দেশ্য ২
৩. অংশগ্রহণকারীগন ৩
৪. যাত্রার রুট ম্যাপ ৮
৫. উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ৮
৬. যাত্রার কার্যক্রম ১০
৭. দাবি ও সুপারিশসমূহ ১১
৮. প্রভাব ও ফলাফল ১২
৯. সহযোগী সংস্থা ও অংশীদারগণ ১৪
    ১. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অংশীদারগণ ১৪
    ২. স্থানীয় সহযোগী সংস্থাসমূহ (জেলাভিত্তিক) ১৬
১০. সমাপনী সভা ১৮
১১. চ্যালেঞ্জ ও শিক্ষা ১৯
    ১. যাত্রার সময়কালীন চ্যালেঞ্জসমূহ ১৯
    ২. চ্যালেঞ্জসমূহ অতিক্রমের উপায় ২০
    ৩. ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষা ২০
১২. মিডিয়া কভারেজ ও প্রচারণা ২১
১৩. ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও সুপারিশ ২১
    ১. যাত্রার ধারাবাহিকতায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ২১
    ২. সরকার ও সংস্থাসমূহের প্রতি সুপারিশ ২১
১৪. উপসংহার ২২
পরিশিষ্ট- খ (স্মারকপত্রের নমুনা) ২৩
পরিশিষ্ট- গ (প্রশাসনের মন্তব্যের স্ক্যান কপি) ২৫
পরিশিষ্ট- ঘ (মিডিয়া ক্লিপিং) ৩৪
পরিশিষ্ট- ক (ছবির গ্যালারি) ৩৫

১. প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশে অসংক্রামক রোগের বোঝা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, যার অন্যতম কারণ তামাকের ব্যবহার, পরিবেশ দূষণ, শারীরিক পরিশ্রমের অভাব, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, নিরাপদ পানির অপ্রতুলতা এবং পরিবেশবান্ধব যাতায়াত ব্যবস্থার অভাব। এই প্রেক্ষাপটে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুস্থ ও টেকসই বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা "সিয়াম" এর নেতৃত্বে এবং খুলনা বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO), বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট, নগরের খবর, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, এআরকে ফাউন্ডেশন, সিএলপিএ ট্রাস্ট, দ্যা লিগ্যাল ডোর, বেলাসহ সারাদেশের ১৭টি জেলার বেসরকারি সংগঠনের সম্মিলিত উদ্যোগে "স্বাস্থ্যকর বাংলাদেশ যাত্রা" নামে একটি জাতীয় পর্যায়ের সচেতনতামূলক অভিযান করা হয়েছে।

অভিযানের প্রতিপাদ্য "We are for the next generation - সুস্থ দেশের আশায় দুই চাকায়"। এর মূল উদ্দেশ্য তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন, বাংলাদেশ হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন গঠন, কার্বনমুক্ত যানবাহনের প্রসার (বিশেষ করে সাইকেল), স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস প্রচার, মাঠ-পার্ক-জলাশয় সংরক্ষণ, নিরাপদ পানি নিশ্চিতকরণ এবং শারীরিক চর্চার সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা।

এই কর্মসূচির অন্যতম আকর্ষণীয় অংশ হলো সিয়ামের ৫ জন তরুণ স্বেচ্ছাসেবীর সাইকেল যোগে ক্রস-কান্ট্রি যাত্রা, যা বাংলাবান্ধা (পঞ্চগড়) থেকে ইনানী (কক্সবাজার) পর্যন্ত বিস্তৃত এবং টেকনাফ-তেতুলিয়া রুটে ১৭টি জেলা অতিক্রম করেছে। যাত্রাটি ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ৭ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মাধ্যমে শারীরিক পরিশ্রমের গুরুত্ব এবং সরকারের কাছে ৮টি নির্দিষ্ট নীতি-সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে, যা বাস্তবায়িত হলে দেশের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালী হবে এবং সার্বিক জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি ভূমিকা রাখবে।

এই অভিযান তরুণ প্রজন্মের উদ্যম, স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতা এবং বেসরকারি সংগঠনগুলোর সমন্বয়ের এক অনন্য দৃষ্টান্ত, যা অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধে প্রচলিত চিকিৎসা-নির্ভর পদ্ধতির পরিবর্তে প্রতিরোধমূলক ও জীবনধারা-ভিত্তিক উদ্যোগের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

২. উদ্দেশ্য

"স্বাস্থ্যকর বাংলাদেশ যাত্রা" কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুস্থ, টেকসই ও পরিবেশবান্ধব বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সুপারিশ তুলে ধরা। এই অভিযানের মাধ্যমে নিম্নোক্ত নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের প্রচেষ্টা করা হয়েছে:

- অসংক্রামক রোগের (যেমন: হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, ক্যান্সার, শ্বাসকষ্টজনিত রোগ) প্রকোপ কমাতে রোগ প্রতিরোধমূলক জীবনধারা ও পরিবেশগত উদ্যোগের গুরুত্ব তুলে ধরা।
- তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়ানো এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের জন্য জোরালো দাবি উত্থাপন করা।
- পরিবেশ দূষণ হ্রাস, জলাধার সংরক্ষণ, মাঠ-পার্ক ও গণপরিসর রক্ষা এবং কার্বন নিঃসরণ কমাতে পরিবেশবান্ধব যানবাহন (বিশেষ করে সাইকেল) ব্যবহারের প্রচার করা।
- শারীরিক পরিশ্রমের অভাব দূর করতে যুবসমাজসহ সকল বয়সের মানুষের মাঝে নিয়মিত শরীরচর্চার সংস্কৃতি গড়ে তোলা এবং এজন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নিশ্চিত করার দাবি জানানো।
- নিরাপদ খাদ্য, নিরাপদ পানি এবং পুষ্টিকর খাবারের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করে জনস্বাস্থ্যের মান উন্নয়ন করা।
- স্বাস্থ্য বাজেটে রোগ প্রতিরোধকে প্রাধান্য দিয়ে বাংলাদেশ হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন গঠনের মতো দীর্ঘমেয়াদি প্রতিরোধমূলক কাঠামো প্রতিষ্ঠার পক্ষে জনমত গঠন করা।
- তরুণ প্রজন্মকে স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সচেতনতায় উদ্বুদ্ধ করে তাদের নেতৃত্বে একটি সক্রিয় ও দায়িত্বশীল নাগরিক সমাজ গড়ে তোলা।

৩. অংশগ্রহণকারীগন

We are for the next generation

সুস্থ দেশের আশায় দুই ঢাকায়

স্বাস্থ্যকর বাংলাদেশ যাত্রা

২৫ সেপ্টেম্বর ০৭ অক্টোবর ২০২৫ -টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া

আসসালামু আলাইকুম। আমি- মাহাথির মুহম্মদ অথৈ।
প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষায় আমাদের দায়িত্ববোধ থেকে কার্বনমুক্ত পরিবেশ, তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গঠনের দাবিতে
SEIAM-এর উদ্যোগে
"স্বাস্থ্যকর বাংলাদেশ যাত্রায়" তে অংশগ্রহণ করছি।

মাঠ, পার্ক ও জলাশয় রক্ষা এবং স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ সুস্থ জীবনের মূল ভিত্তি। আমাদের এই যাত্রাটি একটি সুন্দর, কার্বন ও ধুমপানমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিতে সহায়ক হবে বলে আশা করছি।

-Changemaker
SEIAM

seiam.org
nagarerkhabor.com/
SEIAM-social and environmental increasing analysis movement

We are for the next generation

সুস্থ দেশের আশায় দুই চাকায়

স্বাস্থ্যকর বাংলাদেশ যাত্রা

২৫ সেপ্টেম্বর ০৭ অক্টোবর ২০২৫ -টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া

আসসালামু আলাইকুম, আমি- আসিব রহমান।
প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষার প্রতি আমাদের দায়িত্ববোধ থেকেই আমি অংশ নিচ্ছি **SEIAM**-এর আয়োজিত **"স্বাস্থ্যকর বাংলাদেশ যাত্রায়"**
যেখানে সাইকেল হবে আমাদের পরিবর্তনের প্রতীক।

আমাদের লক্ষ্য-
হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন গঠন,
তামাকমুক্ত বাংলাদেশ, কারণ
পরিবেশ রক্ষা মানেই আমাদের ভবিষ্যৎ রক্ষা।

-Changemaker
SEIAM

seiam.org
nagarerkhabor.com/
SEIAM-social and environmental increasing analysis movement

We are for the next generation
SEIAM
সুস্থ দেশের আশায় দুই চাকায়
স্বাস্থ্যকর
বাংলাদেশ যাত্রা
২৫ সেপ্টেম্বর ০৭ অক্টোবর ২০২৫ -টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া
নমস্কার আমি- চয়ন মন্ডল।
স্বাস্থ্য সচেতনতা ও পরিবেশ দূষণ রোধের মাধ্যমে একটি সুন্দর দেশ এবং দেশ থেকে পৃথিবী গঠনের দাবিতে SEIAM এর পক্ষ থেকে অংশগ্রহণ করছি।
সাইক্লিং হতে পারে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ব্যায়াম, কমাতে পারে কার্বন দূষণ আমাদেরকে দিতে পারে একটি সুস্থ সুন্দর পরিবেশ।
- Changemaker
SEIAM
DIU
ark
seiam.org
nagarerkhabor.com/
SEIAM-social and environmental increasing analysis movement

We are for the next generation
SEIAM
সুস্থ দেশের আশায় দুই চাকায়
স্বাস্থ্যকর
বাংলাদেশ যাত্রা
২৫ সেপ্টেম্বর ০৭ অক্টোবর ২০২৫ -টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া
আসসালামু আলাইকুম, আমি- মোঃ হিমেল হাওলাদার।
আগামী প্রজন্মের জন্য নিরাপদ ও সুন্দর পরিবেশ রেখে যাওয়াই আমাদের মূল দায়িত্ব। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে SEIAM-এর উদ্যোগে "স্বাস্থ্যকর বাংলাদেশ যাত্রায়" অংশগ্রহণ করছি।
এই যাত্রার মাধ্যমে আমরা তামাকমুক্ত সমাজ ও কার্বনমুক্ত পরিবেশ মাঠ, পার্ক ও জলাশয় রক্ষার গঠনের আহ্বান জানাই। আশা করি, সম্মিলিত প্রচেষ্টা আমাদের সবার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেবে এবং বাংলাদেশ হবে একটি স্বাস্থ্যকর ও টেকসই দেশ।
- Changemaker
SEIAM
DIU
ark
seiam.org
nagarerkhabor.com/
SEIAM-social and environmental increasing analysis movement

৪. যাত্রার রুট ম্যাপ

টেকনাফ (কক্সবাজার) থেকে তেতুলিয়া (পঞ্চগড়) পর্যন্ত রুট, ১৭টি জেলা অতিক্রম করে।

প্যারামিটার	বিবরণ
রুট	বাংলাবান্ধা ⟶ ইনানী
দূরত্ব	১৩০০ কি.মি.
জেলা	১৭টি
সময়কাল	১১ দিন

দিন	তারিখ	জেলা সমূহ	দূরত্ব (কি.মি.)	রাতে অবস্থান	যানবাহন
১	২৬/৯/২০২৫	খুলনা >চিলাহাটি	৪৮০	চিলাহাটি	ট্রেন
২	২৭/৯/২০২৫	চিলাহাটি >পঞ্চগড় >বাংলাবান্ধা	৮৮	বাংলাবান্ধা	সাইকেল
৩	২৮/৯/২০২৫	বাংলাবান্দা>পঞ্চগড় >নীলফামারি	১১৮	নীলফামারী	সাইকেল
৪	২৯/৯/২০২৫	নীলফামারী >সৈয়দপুর> রংপুর> গাইবান্দা	১৩৩	গাইবান্ধা	সাইকেল
৫	৩০/৯/২০২৫	গাইবান্দা> বগুড়া> সিরাজগঞ্জ	১৪৫	সিরাজগঞ্জ	সাইকেল
৬	১/১০/২০২৫	সিরাজগঞ্জ> টাঙ্গাইল> গাজীপুর> ঢাকা	১২৫	ঢাকা	সাইকেল
৭	২/১০/২০২৫	ঢাকা> নারায়নগঞ্জ>কুমিল্লা> ফেনী	১৬৪	ফেনী	সাইকেল
৮	৩/১০/২০২৫	ফেনী >খাগড়াছড়ি	১১৮	খাগড়াছড়ি	সাইকেল
৯	৪/১০/২০২৫	খাগড়াছড়ি> রাঙামাটি> কাপ্তাই> চট্টগ্রাম	১৪৯	চট্টগ্রাম	সাইকেল
১০	৫/১০/২০২৫	চট্টগ্রাম> কক্সবাজার	১৪৫	কক্সবাজার	সাইকেল
১১	৬/১০/২০২৫	কক্সবাজার> টেকনাফ> ইনানী	১০৪	ইনানী	সাইকেল
১২	৭/১০/২০২৫	কক্সবাজার> খুলনা	৪৮৯	খুলনা	বাস

৫. উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

“স্বাস্থ্যকর বাংলাদেশ যাত্রা” কর্মসূচির শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ (বৃহস্পতিবার) খুলনা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। এটি ছিল একটি উৎসাহ উদ্দীপনাপূর্ণ ও অংশগ্রহণমূলক অনুষ্ঠান, যেখানে সরকারি-বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সচেতন নাগরিক, যুবক-যুবতী এবং বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষের উপস্থিতিতে প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাইকেল যাত্রার আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হয়, যা পরিবেশবান্ধব যানবাহনের প্রচার এবং শারীরিক সুস্থতার প্রতীক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

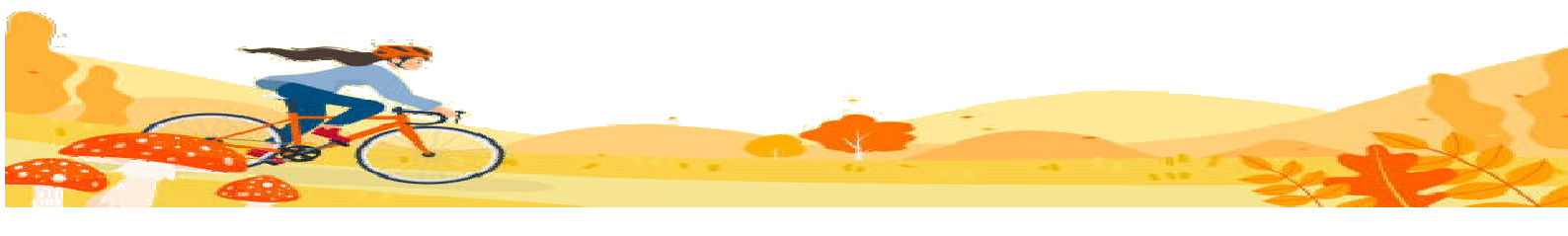

প্রধান অতিথি: মোঃ ফিরোজ সরকার, মান্যবর বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা। তিনি তাঁর বক্তব্যে কর্মসূচির গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং সুস্থ জীবনধারা ও পরিবেশ সংরক্ষণে সরকারের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন।

সভাপতি: মোঃ তৌফিকুর রহমান, জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, খুলনা। সভাপতির ভাষণে তিনি স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে পূর্ণ সমর্থনের আশ্বাস দেন এবং যাত্রার সফলতা কামনা করেন।

বিশেষ অতিথিবৃন্দ:

- সাইফুদ্দিন আহমেদ, সমন্বয়কারী, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট।
- আসিফ আহমেদ, প্রতিনিধি, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)।

মাহফুজুর রহমান মুকুল, প্রতিনিধি, বেলা (বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল লয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন)। এছাড়াও অন্যান্য সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন, যারা তাদের বক্তব্যে তামাক নিয়ন্ত্রণ, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।
সঞ্চালক: এ্যাড. মোঃ মাছুম বিল্লাহ, নির্বাহী পরিচালক, সিয়াম। তিনি দক্ষতার সাথে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন এবং কর্মসূচির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বর্ণনা করেন।

অনুষ্ঠানে সিয়ামের ৫ জন তরুণ স্বেচ্ছাসেবী সাইক্লিস্টকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় দেওয়া হয়, যারা পরবর্তীতে বাংলাবান্ধা (পঞ্চগড়) থেকে ইনানী (কক্সবাজার) পর্যন্ত ক্রস-কান্ট্রি যাত্রা শুরু করেন। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি শুধু একটি আনুষ্ঠানিকতা ছিল না, বরং তরুণ প্রজন্মের উদ্যম, স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতা এবং বেসরকারি সংগঠনগুলোর সমন্বয়ের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এর মাধ্যমে "We are for the next generation - সুস্থ দেশের আশায় দুই চাকায়" প্রতিপাদ্যটি বাস্তব রূপ লাভ করে।

অনুষ্ঠানের পরিবেশ ছিল উৎসবমুখর, যেখানে সাইকেল যাত্রার প্রতীকী ফ্ল্যাগ অফ এবং সচেতনতামূলক বক্তব্যের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে নতুন উদ্দীপনা সঞ্চারিত হয়। এটি সমগ্র কর্মসূচির জন্য একটি শক্তিশালী সূচনা প্রদান করে, যা পরবর্তীতে ১৭টি জেলা অতিক্রম করে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৬. যাত্রার কার্যক্রম

"স্বাস্থ্যকর বাংলাদেশ যাত্রা"র মূল কার্যক্রম ছিল সিয়ামের ৫ জন তরুণ স্বেচ্ছাসেবী সাইক্লিস্টের ক্রস-কান্ট্রি সাইকেল যাত্রা, যা ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে ৭ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত চলে। এই যাত্রা বাংলাবান্ধা (পঞ্চগড়) থেকে শুরু হয়ে ইনানী (কক্সবাজার) পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং টেকনাফ-তেতুলিয়া রুটে মোট ১৭টি জেলা অতিক্রম করে। যাত্রাটি শুধু একটি শারীরিক চ্যালেঞ্জ ছিল না, বরং পরিবেশবান্ধব যানবাহনের ব্যবহার এবং নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রমের গুরুত্বের জীবন্ত প্রদর্শনী হিসেবে কাজ করেছে। **প্রতিটি জেলায় পৌঁছানোর পর সাইক্লিস্টরা নিম্নলিখিত কার্যক্রম পরিচালনা করেন:**

স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সাক্ষাৎ: জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পুলিশ সুপারসহ স্থানীয় প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করা হয়। এ সময় কর্মসূচির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং প্রতিপাদ্য ব্যাখ্যা করা হয়।

দাবি ও সুপারিশ তুলে ধরা: ৮টি নির্দিষ্ট দাবি (তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন, পরিবেশ আদালত স্থাপন, হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন গঠন, সাইকেল লেন নির্মাণ, নিরাপদ খাদ্য-পানি নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি) বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হয়। মূল বার্তা হিসেবে তামাক ও মাদক নিয়ন্ত্রণ, জলাশয়-মাঠ-পার্কসহ ওপেন স্পেস সংরক্ষণ এবং শারীরিক পরিশ্রমের মাধ্যমে সুস্থ জীবনধারা গড়ে তোলার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

লিখিত স্মারকপত্র প্রদান ও মন্তব্য সংগ্রহ: প্রতিটি জেলায় স্থানীয় প্রশাসনের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে স্মারকপত্র প্রদান করা হয়, যাতে ৮টি দাবি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে। একই সাথে কর্মকর্তাদের মন্তব্য, পরামর্শ এবং সমর্থনের প্রতিশ্রুতি লিখিতভাবে সংগ্রহ করা হয়। এই মন্তব্যসমূহ পরবর্তীতে নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে উপস্থাপনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে কাজ করবে।

জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম: জেলা শহরে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ, স্কুল-কলেজে আলোচনা সভা, রাস্তায় লিফলেট বিতরণ এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লাইভ প্রচারের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মাঝে মূল বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়। বিশেষ করে যুবসমাজকে তামাক-মাদক থেকে দূরে থাকতে এবং নিয়মিত শরীরচর্চায় অভ্যস্ত হতে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

এই কার্যক্রমের মাধ্যমে যাত্রাটি শুধু ভৌগোলিক দূরত্ব অতিক্রম করেনি, বরং ১৭টি জেলায় হাজার হাজার

মানুষের মাঝে স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সচেতনতার বীজ বপন করেছে। সাইক্লিস্টদের দৃঢ়তা, উৎসাহ এবং প্রতিটি জেলায় স্থানীয় জনগণ ও প্রশাসনের উষ্ণ সাড়া এই যাত্রাকে একটি স্মরণীয় ও প্রভাবশালী জন-আন্দোলনে পরিণত করেছে।

৭. দাবি ও সুপারিশসমূহ

"স্বাস্থ্যকর বাংলাদেশ যাত্রা" কর্মসূচির মাধ্যমে সরকারের কাছে উত্থাপিত ৮টি দাবি ও সুপারিশ অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং পরিবেশ সংরক্ষণের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। এগুলো বাস্তবায়িত হলে দেশের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালী হবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুস্থ ও টেকসই বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব হবে। নিম্নে দাবিসমূহ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হলো:

১. **তামাক নিয়ন্ত্রণ জোরদারকরণ:** তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার রোগ ও মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ। এ কারণে বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন দ্রুত সংশোধন করা, তামাক চাষের অশাংকাজনক বৃদ্ধি রোধে খসড়া তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রণয়ন করা এবং আপীল বিভাগের নির্দেশনা অনুসারে দেশে নতুন কোনো তামাক কোম্পানির অনুমোদন না দেওয়া।

২. **পরিবেশ সংরক্ষণে আইনি কাঠামো শক্তিশালী করা:** পরিবেশ দূষণ রোগ সৃষ্টির অন্যতম কারণ। পরিবেশ আদালত আইন ও পরিবেশ সংরক্ষণ আইন সংশোধন করে সাধারণ নাগরিকদের মামলা দায়েরের অধিকার প্রদান করা এবং প্রতিটি জেলায় পরিবেশ আদালত স্থাপন করা।

৩. **শারীরিক চর্চার পরিবেশ নিশ্চিতকরণ:** শরীরচর্চার স্থানের অভাবে যুবসমাজ কায়িক পরিশ্রম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। মাঠ, পার্ক ও গণপরিসর তৈরি ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করা এবং বিভিন্ন সংস্থার জন্য শরীরচর্চার পরিবেশ নিশ্চিত করার গাইডলাইন প্রণয়ন করা।

৪. **রোগ প্রতিরোধে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি:** বর্তমান স্বাস্থ্য বাজেটে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা উপেক্ষিত। স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জের অর্থ ব্যবহার করে বাংলাদেশ হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন গঠন করা এবং রোগ প্রতিরোধ কার্যক্রমে বাজেট বৃদ্ধি করা।

৫. **নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব যাতায়াত ব্যবস্থা:** সুস্থতা নিশ্চিতে পথচারীদের অগ্রাধিকার নীতিমালা প্রণয়ন করা এবং শহরাঞ্চলে সাইকেলের জন্য পৃথক লেন তৈরি করা।

৬. **নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ:** অস্বাস্থ্যকর খাদ্য রোগের অন্যতম কারণ। নিরাপদ খাদ্য আইনের কঠোর ও কার্যকর বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের সুস্থতা রক্ষা করা।

৭. **নিরাপদ পানির উৎস সংরক্ষণ:** ভূগর্ভস্থ পানির অত্যধিক ব্যবহার হ্রাস করে জলাধার সংরক্ষণের মাধ্যমে ভূউপরিস্থ পানির ব্যবহার নিশ্চিত করা।

৮. **স্বল্প আয়ের মানুষের পুষ্টি নিশ্চিতকরণ:** স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর পুষ্টি নিশ্চিতে তাজা শাক-সবজির স্বল্পমূল্যে যোগান বাড়াতে রেল, নৌ ও সড়ক পরিবহনের সমন্বয় করা এবং নগরায়িত এলাকায় নগর কৃষির ব্যবস্থা করা।

এই দাবিসমূহ যাত্রার প্রতিটি জেলায় স্থানীয় প্রশাসনের কাছে লিখিত স্মারকপত্রের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে। এগুলো কেবল সুপারিশ নয়, বরং বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা, যা বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে আমূল পরিবর্তন করতে পারে।

৮. প্রভাব ও ফলাফল

"স্বাস্থ্যকর বাংলাদেশ যাত্রা" কর্মসূচিটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং এর প্রভাব দেশের জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সচেতনতার ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী। ৫ জন তরুণ স্বেচ্ছাসেবীর দীর্ঘ সাইকেল যাত্রা কেবল একটি শারীরিক অভিযান ছিল না, বরং তামাক-মাদক নিয়ন্ত্রণ, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং স্বাস্থ্যকর জীবনধারা প্রচারের এক জীবন্ত মাধ্যম হয়ে উঠেছে। কর্মসূচির মূল ফলাফল ও প্রভাব নিম্নরূপ:

- **ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি:** ১৭টি জেলা অতিক্রম করে হাজার হাজার মানুষের মাঝে সরাসরি সচেতনতা ছড়ানো হয়েছে। স্কুল-কলেজ, বাজার, রাস্তাঘাট এবং সমাবেশে অংশগ্রহণকারীদের মাধ্যমে তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব, শারীরিক পরিশ্রমের গুরুত্ব, জলাশয় ও ওপেন স্পেস রক্ষা এবং নিরাপদ খাদ্য-পানির বিষয়ে জনমত গঠিত হয়েছে। বিশেষ করে যুবসমাজের মাঝে সাইকেল যাত্রা শারীরিক চর্চা ও পরিবেশবান্ধব যানবাহন ব্যবহারের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করেছে।

প্রশাসনিক সমর্থন ও স্মারকপত্র সংগ্রহ: প্রতিটি জেলায় স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সাক্ষাৎ এবং লিখিত স্মারকপত্র প্রদানের ফলে ৮টি দাবি সরকারি পর্যায়ে পৌঁছানোর একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি হয়েছে। অনেক জেলায় প্রশাসনের কর্মকর্তারা লিখিত মন্তব্য ও সমর্থন প্রদান করেছেন, যা ভবিষ্যতে নীতি বাস্তবায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে কাজ করবে। উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসকসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং অঙ্গীকার এই সমর্থনের স্পষ্ট প্রমাণ।

- **তরুণ প্রজন্মের মধ্যে প্রেরণা সঞ্চার:** ৫ জন তরুণের সাহসিকতা ও দৃঢ়তা দেশের যুবসমাজের কাছে একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তারা প্রমাণ করেছে যে, স্বল্প সম্পদ নিয়েও বড় ধরনের সামাজিক পরিবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব। এটি ভবিষ্যতে অনুরূপ সচেতনতামূলক কর্মসূচির পথ প্রশস্ত করবে।

- **জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি ভূমিকা:** কর্মসূচিটি অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধে চিকিৎসা-নির্ভর পদ্ধতির পরিবর্তে প্রতিরোধমূলক ও জীবনধারা-ভিত্তিক উদ্যোগের গুরুত্ব তুলে ধরেছে। দাবিসমূহের মধ্যে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন, হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন গঠন এবং সাইকেল লেন নির্মাণের মতো প্রস্তাবনা বাস্তবায়িত হলে দেশের স্বাস্থ্য ব্যয় হ্রাস পাবে এবং জনগণের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

সার্বিকভাবে, এই কর্মসূচি একটি সফল জন-আন্দোলনের রূপ নিয়েছে, যা স্থানীয় প্রশাসন, বেসরকারি সংগঠন এবং তরুণ প্রজন্মের সমন্বয়ে জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে। এর প্রভাব ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর আকারে প্রকাশ পাবে এবং “We are for the next generation” প্রতিপাদ্যকে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে সহায়ক হবে।

৯. সহযোগী সংস্থা ও অংশীদারগণ

"স্বাস্থ্যকর বাংলাদেশ যাত্রা" কর্মসূচিটি একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল, যা বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সিয়াম এর নেতৃত্বে এবং জাতীয়-আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে স্থানীয় স্তরের বিভিন্ন সংগঠনের সক্রিয় সহযোগিতায় সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এই উদ্যোগের শক্তি নিহিত রয়েছে বহুমুখী অংশীদারিত্বে, যা স্বাস্থ্য প্রচার, তামাক নিয়ন্ত্রণ, পরিবেশ সংরক্ষণ, আইনি সহায়তা এবং স্থানীয় জনসচেতনতা প্রচারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্থার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে একত্রিত করেছে।

অংশীদারগণকে দুই ভাগে বিভক্ত করে উপস্থাপন করা হলো: (১) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অংশীদারগণ, যারা সামগ্রিক পরিকল্পনা, নির্দেশিকা ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করেছেন; এবং (২) স্থানীয় সহযোগী সংস্থাগুলো, যারা ১৭টি জেলায় সাইকেলিস্টদের জন্য লজিস্টিক, সমন্বয়, সচেতনতা প্রচার এবং স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ নিশ্চিত করেছেন।

১. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অংশীদারগণ

এই সংস্থাসমূহ কর্মসূচির মূল কাঠামো গঠন, দাবি প্রণয়ন এবং জাতীয় পর্যায়ে প্রচারণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে:

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা:

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বাস্থ্য উন্নয়নের শীর্ষস্থানীয় সংস্থা হিসেবে WHO কর্মসূচির প্রতিপাদ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে প্রযুক্তিগত সহায়তা, নির্দেশিকা এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ড প্রদান করেছে। বিশেষ করে তামাক নিয়ন্ত্রণ এবং অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধে WHO-এর ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (FCTC) এর সুপারিশসমূহকে কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে সহায়তা করেছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে WHO-এর খুলনা প্রতিনিধি জনাব আসিফ আহম্মেদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট:

দেশের তামাক নিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের প্রধান প্ল্যাটফর্ম হিসেবে এই জোট কর্মসূচির মূল দাবিসমূহের মধ্যে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন ও তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রণয়নের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মতামত ও প্রচারণায় সহায়তা করেছে। জোটের সমন্বয়কারী জনাব সাইফুদ্দিন আহমেদ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এবং তামাকমুক্ত সমাজ গঠনে জোটের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন।

ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট (WBB Trust): স্বাস্থ্যকর নগর পরিকল্পনা, পথচারী অগ্রাধিকার এবং পরিবেশবান্ধব যাতায়াত ব্যবস্থার প্রবক্তা হিসেবে ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট সাইকেল লেন নির্মাণ, পথচারী নীতিমালা এবং কার্বনমুক্ত যানবাহন প্রচারের দাবিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাদের অভিজ্ঞতা যাত্রার পরিকল্পনা ও প্রচারণায় কাজে লাগানো হয়েছে।

বেলা (Bangladesh Environmental Lawyers Association):

পরিবেশ সংরক্ষণ ও আইনি সুরক্ষার অন্যতম প্রধান সংগঠন হিসেবে বেলা জলাশয় সংরক্ষণ, পরিবেশ আদালত স্থাপন এবং পরিবেশ আইন সংশোধনের দাবিসমূহে আইনি ও নীতিগত সহায়তা প্রদান করেছে। সমাপনী অনুষ্ঠানে বেলার প্রতিনিধি জনাব মাহফুজুর রহমান মুকুল বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

এআরকে ফাউন্ডেশন:

স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সচেতনতামূলক কার্যক্রমে সক্রিয় এই ফাউন্ডেশন যাত্রার লজিস্টিক সহায়তা, প্রচারণা এবং স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বয়ে ভূমিকা রেখেছে।

অন্যান্য সহযোগী সংস্থা:

অন্যান্য জাতীয় অংশীদার: সিএলপিএ, দ্যা লিগ্যাল ডোর, নগরের খবর, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি- এরা প্রচারণা, মিডিয়া কভারেজ এবং শিক্ষামূলক কার্যক্রমে সহায়তা করেছে। এছাড়া খুলনা বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয় সরকারি সমর্থন নিশ্চিত করেছে এবং বিভিন্ন জেলা প্রশাসনের সক্রিয় সমর্থন এই কর্মসূচিকে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের এক অনন্য দৃষ্টান্তে পরিণত করেছে।

২. স্থানীয় সহযোগী সংস্থাসমূহ (জেলাভিত্তিক)

এই সংস্থাসমূহ সাইকেলিস্টদের যাত্রা চলাকালীন স্থানীয় স্তরে সহযোগিতা প্রদান করেছে, যেমন সমাবেশ আয়োজন, প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ, লজিস্টিক সাপোর্ট (যেমন থাকা-খাওয়া, নিরাপত্তা) এবং জনসচেতনতা প্রচার। নিম্নে জেলাভিত্তিক লিস্ট দেওয়া হলো, যাত্রার তারিখসহ:

ক্রমিক	জেলার নাম	বাটা সদস্যর নাম ও ঠিকানা	পৌছানোর তারিখ	মন্তব্য/ভূমিকা
১.	খুলনা	মোঃ মাসুম বিল্লাহ, নির্বাহী পরিচালক সিয়াম। মোবাইল: ০১৭১২-৮০৯৫২৯ seiambd২০০৪@gmail.com	২৬-০৯-২৫	যাত্রার আয়োজক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, সার্বিক সহযোগীতা প্রদান করেন।
২.	পঞ্চগড়	মো: হারুন-অর রশিদ, নির্বাহী পরিচালক পল্লী সাহিত্য সংস্থা (পিএএসএস) বোদা, পঞ্চগড়। মোবাইল : ০১৭২৪৬৭৯৭২৪ pass.harun@gmail.com	২৭-০৯-২৫	খাবার ও প্রশাসনিক যোগাযোগ সহায়তা প্রদান করেন।
৩.	নীলফামারি	মো: আখতারুজ্জামান, নির্বাহী পরিচালক সিএডিএম (কদম) প্রধান কার্যালয়, ডাকবাংলা সড়ক নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২-৫৯৬৯৯৩	২৮-০৯-২৫	খাবার ও রাতে থাকার বাবস্থা ও প্রশাসনিক যোগাযোগ সহায়তা প্রদান করেন।
৪.	রংপুর	মোফাক্কারুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক শেয়ার ফাউন্ডেশন। রংপুর ভবন, (পুথিঘর), স্টেশন রোড, রংপুর-৫৪০০। মোবাইল : ০১৭১৮৭৮৮৪৯৪ /তালুকভুবন, গঙ্গাচড়া, রংপুর-৫৪১০ দেবাশীষ দাস- ০১৭১৩-৭৭৮৭৭২	২৯-০৯-২৫	যোগাযোগ সহায়তা ও খাবার প্রদান করেন।
৫.	গাইবান্দা	মোঃ ফরহাদ হোসনে মন্ডল, নর্বিাহী পরচিালক আত্ম উন্নয়ন সংস্থা। গ্রাম: কচুয়া হাট, খামার ধনারুহা সাঘাটা, গাইবান্ধা-৫৭৬১। মোবাইল: ০১৭১২-৭৯১৩৬৬ ausorg@yahoo.com	৩০-০৯-২৫	প্রশাসনিক যোগাযোগ সহায়তা প্রদান করেন।

৬.	বগুড়া	মোছা: মেহেরুন নেছা, নির্বাহী পরিচালক, মেরী সমাজ কল্যাণ সংস্থা। সেউজপাড়ী তালুকদার পাড়া বগুড়া সদর, বগুড়া। মোবাইল: ০১৭২৩৩৫৯৯১৪ maryhelpus২০১২@gmail.com	৩০-০৯-২৫	খাবার ও রাতে থাকার বাবস্থা ও প্রশাসনিক যোগাযোগ সহায়তা প্রদান করেন।
৭.	ঢাকা	সাইফুদ্দিন আহমেদ নির্বাহী পরিচালক ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট মোবাইল: ০১৫৫২-৪৯৩৫১৮	০১-১০-২৫	খাবার ও রাতে থাকার বাবস্থা ও প্রশাসনিক যোগাযোগ সহায়তা প্রদান করেন।
৮.	নারায়ণগঞ্জ	রহিমা আক্তার লিজা, সভাপতি, নারী কল্যান সংস্থা। ৪৩০, শাহসূজা রোড, ভূইয়া পাড়া, পাইকপাড়া, নারায়ণগঞ্জ সদর, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল: ০১৯১৭-৩৮৪০৫ rahimaliza20@gmail.com	০২-১০-২৫	খাবার ও প্রশাসনিক যোগাযোগ সহায়তা প্রদান করেন।
৯.	কুমিল্লা	মোহাম্মদ আলী হাজারী রাসেল, প্রতিষ্ঠাতা, ওয়ার্ল্ড ক্লাবের সময় (TWC), C/O, হাজারী কম্পিউটার, কান্দিরপাড়া, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৬১৫ ৫২৪৬৪৭, (সাংবাদিক শওকত আলী হাজারী, ০১৭১১ ১৮২৭৪৫) ইমেইল: hazari.cab@gmail.com hazare_twc@yahoo.com	০২-১০-২৫	খাবার ও রাতে থাকার বাবস্থা ও প্রশাসনিক যোগাযোগ সহায়তা প্রদান করেন।
১০.	ফেনী	রোকেয়া ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক, একতা মহিলা উন্নয়ন সমিতি (ইএমইউএস) গ্রাম: জোয়ার কাছাড়, ডাকঘর: জোয়ার কাছাড় উপজেলা: ফেনী সদর, জেলা: ফেনী। মোবাইল: ০১৭২৪-৭৪৪২০২ rokeyaislam০৩০৩@gmail.com	০২-১০-২৫	খাবার ও রাতে থাকার বাবস্থা ও প্রশাসনিক যোগাযোগ সহায়তা প্রদান করেন।
১১.	চট্টগ্রাম	মোহাম্মদ আরিফুর রহমান, প্রধান নির্বাহী, ইয়ং পাওয়ার ইন সোস্যাল এ্যাকশন (ইপসা) বাড়ি নং-এফ ১০ (পি), রোড- ১৩, ব্লক-বি চাঁন্দগাও আ/এ চট্টগ্রাম-৪২১২। মোবাইল-০১৭১১-৮২৫০৬৮ ypsa_arif@yahoo.com	০৫-১০-২৫	খাবার রাতে থাকার বাবস্থা ও প্রশাসনিক যোগাযোগ সহায়তা প্রদান করেন।

১২.	কক্সবাজার	আবুল কাশেম, নির্বাহী পরিচালক, হেলপ। মসজিদ রোড, ফরিদ ম্যানশন (২য় তলা), রত্না পালং, কোর্ট বাজার, উখিয়া, কক্সবাজার মোবাইল: ০১৮১৯-০২৪৯৪৫	০৬-১০-২৫	প্রশাসনিক যোগাযোগ সহায়তা প্রদান করেন।

এই বহুমুখী সহযোগিতার মাধ্যমে বিবেচিত হচ্ছে যে, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সংরক্ষণের মতো জটিল ইস্যুতে একক প্রচেষ্টার চেয়ে সমন্বিত উদ্যোগ অনেক বেশি শক্তিশালী ও টেকসই ফলাফল দিতে পারে। সকল সহযোগী সংস্থার সম্মিলিত প্রয়াসই "স্বাস্থ্যকর বাংলাদেশ যাত্রা"কে একটি জাতীয় পর্যায়ের সফল সচেতনতা অভিযানে রূপান্তরিত করেছে।

১০. সমাপনী সভা

"স্বাস্থ্যকর বাংলাদেশ যাত্রা" কর্মসূচির সমাপনী সভাটি খুলনায় অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে উদ্বোধনের মতোই স্থানীয় প্রশাসনের সক্রিয় অংশগ্রহণে এটি একটি স্মরণীয় ও প্রেরণাদায়ক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। ১৭টি জেলা অতিক্রম করে দীর্ঘ সাইকেল যাত্রা শেষে ৫ জন তরুণ স্বেচ্ছাসেবী খুলনায় ফিরে আসেন, এবং এই সমাপনী সভার মাধ্যমে তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও দৃঢ়তাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে সরকারি কর্মকর্তা, সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি, স্থানীয় নাগরিক এবং যুব সমাজের উপস্থিতিতে প্রাঞ্জণ উৎসাহে মুখরিত হয়ে ওঠে।

প্রধান অতিথি: জনাব মোঃ তৌফিকুর রহমান, জেলা প্রশাসক, খুলনা। তিনি তাঁর বক্তব্যে ৫ জন তরুণ সাইক্লিস্টের সাহসিকতা ও উদ্যমের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং তাদের সাধুবাদ জানান। তিনি বলেন, এই যাত্রা শুধু শারীরিক পরিশ্রমের প্রদর্শনী নয়, বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুস্থ ও সচেতন সমাজ গড়ার প্রতীক। প্রধান অতিথি আরও ঘোষণা করেন যে, খুলনাকে একটি স্বাস্থ্যকর শহরে পরিণত করার লক্ষ্যে স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে পূর্ণ অঙ্গীকার রয়েছে- যার মধ্যে রয়েছে পরিবেশ সংরক্ষণ, শারীরিক চর্চার সুযোগ বৃদ্ধি, খুলনায় পৃথক সাইকেল লেন তৈরী এবং তামাক-মাদক নিয়ন্ত্রণে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ।

বিশেষ অতিথিবৃন্দ:

- জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, প্রতিনিধি, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।

- জনাব মোঃ আসিফুর রহমান, প্রতিনিধি, পরিবেশ অধিদপ্তর।

- জনাব আসিফ আহমেদ, প্রতিনিধি, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

বিশেষ অতিথিরা তাঁদের বক্তব্যে মাদক নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং কর্মসূচির ৮টি দাবি বাস্তবায়নে সরকারি বিভাগের সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তারা যাত্রার মাধ্যমে সৃষ্ট জনসচেতনতাকে প্রশংসা করেন এবং এটিকে অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধে একটি মাইলফলক হিসেবে অভিহিত করেন।

অনুষ্ঠানে সাইক্লিস্টরা তাদের যাত্রার অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন, যেখানে তারা ১৭টি জেলায় স্থানীয় প্রশাসনের কাছ থেকে পাওয়া সমর্থন ও জনগণের উৎসাহের কথা উল্লেখ করেন। সিয়ামের নির্বাহী পরিচালক এ্যাড. মোঃ মাছুম বিল্লাহ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন এবং সমাপনী বক্তব্যে কর্মসূচির সাফল্য তুলে ধরে ভবিষ্যতে অনুরূপ উদ্যোগ অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

এই সমাপনী সভায় "We are for the next generation - সুস্থ দেশের আশায় দুই চাকায়" প্রতিপাদ্যকে বাস্তবে রূপান্তরিত করার জন্য নতুন প্রতিজ্ঞার সূচনা করেছে। এটি তরুণদের উদ্যম এবং প্রশাসনের সমর্থনের মিলনে জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সংরক্ষণে একটি টেকসই আন্দোলনের পথ প্রশস্ত করেছে।

১১. চ্যালেঞ্জ ও শিক্ষা

"স্বাস্থ্যকর বাংলাদেশ যাত্রা" কর্মসূচিটি সফলভাবে সম্পন্ন হলেও এর যাত্রা চলাকালীন বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়েছে, যা তরুণ সাইক্লিস্টদের দৃঢ়তা, স্থানীয় সহযোগী সংস্থাসমূহের সমর্থন এবং দলগত পরিকল্পনার মাধ্যমে অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছে। এই চ্যালেঞ্জগুলো কর্মসূচিকে আরও বাস্তবসম্মত করে তুলেছে এবং ভবিষ্যতের উদ্যোগসমূহের জন্য মূল্যবান শিক্ষা প্রদান করেছে। নিম্নে চ্যালেঞ্জসমূহ, অতিক্রমের উপায় এবং শিক্ষাসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হলো।

১. যাত্রার সময়কালীন চ্যালেঞ্জসমূহ

যাত্রাটি ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ৭ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত চলার কারণে বিভিন্ন জেলায় পরিবর্তনশীল আবহাওয়া, রাস্তার অবস্থা এবং লজিস্টিকস-সংক্রান্ত সমস্যা সাইক্লিস্টদের শারীরিক ও মানসিক সহ্যক্ষমতার পরীক্ষা নিয়েছে। প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো ছিল:

- **আবহাওয়ার অনিশ্চয়তা:** যাত্রার শুরুতে খুলনা এবং দক্ষিণাঞ্চলে প্রচণ্ড গরম (তাপমাত্রা ৩৫-৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস) অনুভূত হয়েছে, যা সাইকেল চালানোকে ক্লান্তিকর করে তুলেছে এবং ডিহাইড্রেশনের ঝুঁকি বাড়িয়েছে। অন্যদিকে, উত্তরাঞ্চলের জেলাসমূহ যেমন পঞ্চগড়, নীলফামারী এবং রংপুরে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়েছে, যা রাস্তা পিচ্ছিল করে দিয়েছে এবং যাত্রার গতি কমিয়েছে। বৃষ্টির কারণে কাদা এবং পানি জমে সাইকেলের চাকা আটকে যাওয়ার মতো ঘটনাও ঘটেছে।

- **রাস্তার অবস্থা:** গ্রামীণ এলাকায় (বিশেষ করে গাইবান্ধা, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ এবং খাগড়াছড়ির মতো জেলায়) রাস্তা অনেক ভাঙ্গা এবং অসমতল ছিল। অপরিকল্পিত নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে খানাখন্দ এবং গর্তের কারণে সাইকেল চালানো কষ্টকর হয়েছে, যা শারীরিক আঘাতের ঝুঁকি বাড়িয়েছে। শহরাঞ্চলে ট্রাফিক জ্যাম এবং উল্টো পথে গাড়ি চলার কারণে নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি হয়েছে।

- **লজিস্টিকস-সংক্রান্ত সমস্যা:** যাত্রার দীর্ঘতা (বাংলাবান্ধা থেকে ইনানী পর্যন্ত) এবং ১৭টি জেলা অতিক্রমের কারণে থাকা-খাওয়া, সাইকেল মেরামত এবং চিকিৎসা সুবিধার ব্যবস্থা করা চ্যালেঞ্জিং ছিল। কিছু দূরবর্তী এলাকায় (যেমন পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়ি এবং রাঙামাটি) সাপোর্ট টিমের পৌঁছানো

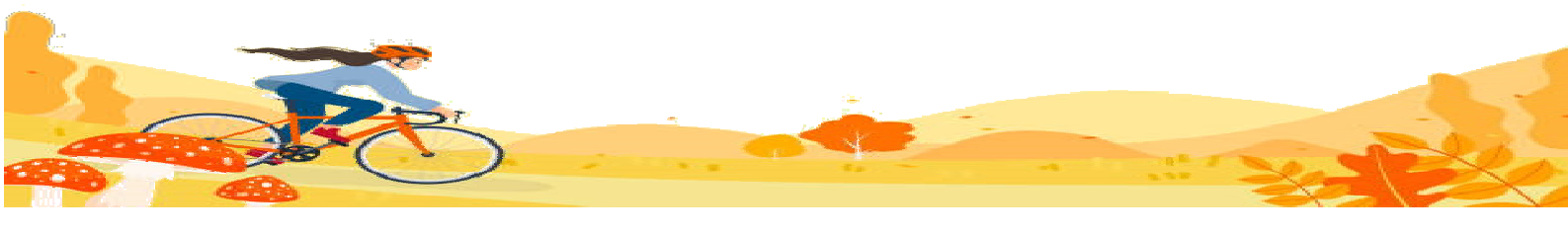

কঠিন হয়েছে, এবং স্থানীয় সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিরা দেশের বাইরে থাকায় (যেমন খাগড়াছড়িতে) সহায়তা সীমিত ছিল। এছাড়া, যাত্রার মাঝপথে সাইকেলের যান্ত্রিক সমস্যা (যেমন টায়ার পাংচার) দেখা দিয়েছে।

২. চ্যালেঞ্জসমূহ অতিক্রমের উপায়

সাইক্লিস্টদের দৃঢ় মনোবল এবং সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে চ্যালেঞ্জগুলো অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছে:

- **আবহাওয়া-সংক্রান্ত:** গরমের সময় হাইড্রেশন কিট (পানি বোতল, ইলেকট্রোলাইট) ব্যবহার করে এবং বৃষ্টির সময় রেইনকোট এবং ওয়াটারপ্রুফ গিয়ার ব্যবহার করে অতিক্রম করা হয়েছে। স্থানীয় সংস্থাসমূহ (যেমন পল্লী সাহিত্য সংস্থা পঞ্চগড়ে) অস্থায়ী আশ্রয় প্রদান করেছে, এবং যাত্রার রুট প্ল্যানিংয়ে আবহাওয়া অ্যাপের সাহায্য নেওয়া হয়েছে যাতে বৃষ্টির সময় বিশ্রাম নেওয়া যায়।
- **রাস্তার অবস্থা:** ভাঙ্গা রাস্তায় সাইকেলের স্পেয়ার পার্টস (টায়ার, টুলকিট) সাথে রেখে মেরামত করা হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন (যেমন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়) এবং সহযোগী সংস্থাসমূহ (যেমন আত্ম উন্নয়ন সংস্থা গাইবান্ধায়) নিরাপত্তা এসকর্ট প্রদান করেছে। উল্টো পথের গাড়ি এড়াতে দলগতভাবে চলা এবং সতর্কতা চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে।
- **লজিস্টিকস:** স্থানীয় সংস্থাসমূহ (যেমন SHARE Foundation রংপুরে, ইপসা চট্টগ্রামে) থাকা-খাওয়া এবং চিকিৎসা সুবিধা নিশ্চিত করেছে। যেখানে প্রতিনিধি অনুপস্থিত (যেমন খাগড়াছড়ি), ভলান্টিয়ারদের মাধ্যমে সহায়তা নেওয়া হয়েছে। যাত্রার আগে প্রি-প্ল্যানিং এবং মোবাইল অ্যাপ দিয়ে রিয়েল-টাইম সমন্বয় করা হয়েছে।

৩. ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষা

এই চ্যালেঞ্জগুলো থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা ভবিষ্যতের অনুরূপ উদ্যোগকে আরও কার্যকর করবে:

- **আবহাওয়া প্রস্তুতি:** ভবিষ্যতে যাত্রার সময়কাল নির্বাচন করার সময় আবহাওয়া ফোরকাস্ট বিশ্লেষণ করা এবং অতিরিক্ত গিয়ার (যেমন হাইড্রেশন প্যাক, রেইন প্রোটেকশন) অন্তর্ভুক্ত করা। এটি যাত্রীদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমাবে এবং যাত্রার গতি বজায় রাখবে।
- **রাস্তা ও নিরাপত্তা:** রুট প্ল্যানিংয়ে ভাঙ্গা রাস্তা এড়াতে স্যাটেলাইট ম্যাপ ব্যবহার করা এবং স্থানীয় প্রশাসনের সাথে আগাম সমন্বয় করা। ভবিষ্যতে সাইকেল লেনের দাবি আরও জোরালো করে তুলে ধরা, যাতে এই চ্যালেঞ্জ কমে।
- **লজিস্টিকস উন্নয়ন:** সহযোগী সংস্থাসমূহের সাথে আরও শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা এবং ব্যাকআপ প্ল্যান (যেমন অতিরিক্ত ভলান্টিয়ার) রাখা। এটি দূরবর্তী এলাকায় সহায়তা নিশ্চিত করবে এবং কর্মসূচির নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রাখবে।

সার্বিকভাবে, এই চ্যালেঞ্জগুলো প্রতিবেদনকে শুধু সাফল্যের গল্প নয়, বরং বাস্তবতার আয়নায় পরিণত করেছে। এটি দেখিয়েছে যে, দৃঢ়তা এবং সমন্বয়ের মাধ্যমে যেকোনো বাধা অতিক্রম করা সম্ভব, এবং ভবিষ্যতে এই শিক্ষাসমূহ প্রয়োগ করে আরও সফল উদ্যোগ গ্রহণ করা যাবে।

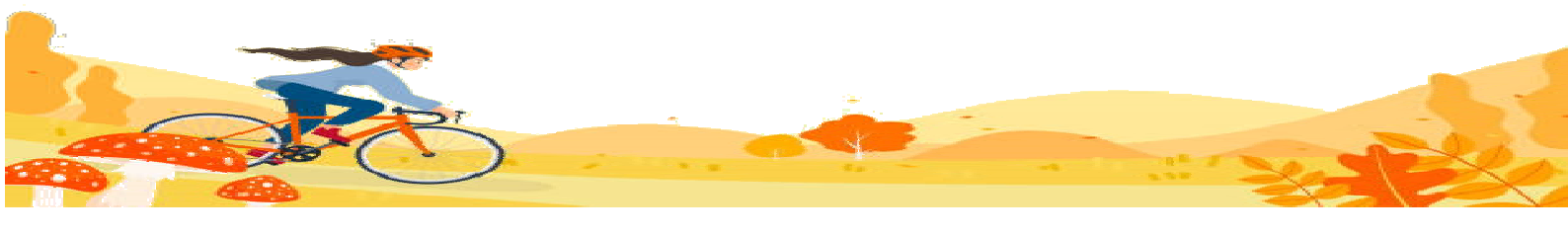

১২. মিডিয়া কভারেজ ও প্রচারণা

- কোন কোন গণমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়েছে।
- সামাজিক মাধ্যমে কতটি পোস্ট, রিচ, এংগেজমেন্ট।
- এটি কর্মসূচির প্রচারণার পরিধি দেখায়।

১৩. ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও সুপারিশ

"স্বাস্থ্যকর বাংলাদেশ যাত্রা" কর্মসূচিটি শুধু একটি একক অভিযান নয়, বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সুস্থ, পরিবেশবান্ধব এবং টেকসই বাংলাদেশ গড়ে তোলার একটি দীর্ঘমেয়াদি আন্দোলনের সূচনা। এই যাত্রার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে এর প্রভাবকে আরও বিস্তৃত করার জন্য নিম্নোক্ত পরিকল্পনা ও সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়েছে। এগুলো কর্মসূচির মূল লক্ষ্য, তামাক নিয়ন্ত্রণ, অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং স্বাস্থ্যকর জীবনধারা প্রচারকে ভিত্তি করে তৈরি, যাতে অতীতের অর্জন থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতে আরও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়।

১. যাত্রার ধারাবাহিকতায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

কর্মসূচির সফলতা দেখে এর ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করার জন্য সিয়াম এবং সহযোগী সংস্থাসমূহ নিম্নলিখিত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে:

- **ফলোআপ কার্যক্রম:** যাত্রা শেষ হওয়ার পর ১৭টি জেলায় সংগৃহীত স্মারকপত্র এবং প্রশাসনের মন্তব্যসমূহের ভিত্তিতে একটি ফলোআপ কমিটি গঠন করা হবে। এই কমিটি প্রতি ৩ মাস অন্তর জেলাভিত্তিক অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে, যেমন তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বা সাইকেল লেন নির্মাণের স্থিতি। সিয়ামের নির্বাহী পরিচালক এ্যাড. মোঃ মাছুম বিল্লাহের নেতৃত্বে এই কমিটি স্থানীয় সহযোগী সংস্থাসমূহ (যেমন পল্লী সাহিত্য সংস্থা, SHARE Foundation) এর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে দাবিগুলোর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে।
- **দাবি বাস্তবায়নের জন্য লবিং:** ৮টি দাবি (তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন, হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন গঠন ইত্যাদি) সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় (স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, পরিবেশ মন্ত্রণালয়) এবং জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের জন্য লবিং কার্যক্রম শুরু করা হবে। বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এবং বেলার মতো সংস্থাসমূহের সহায়তায় ওয়ার্কশপ, সেমিনার এবং পিটিশনের মাধ্যমে নীতি-নির্ধারকদের সাথে আলোচনা করা হবে। উদাহরণস্বরূপ, খুলনা বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ের মতো সরকারি অংশীদারদের সাথে ফলোআপ মিটিং আয়োজন করা হবে।
- **পরবর্তী যাত্রা ও অনুরূপ উদ্যোগ:** এই যাত্রার সফলতা দেখে পরবর্তী বছরে একটি বিস্তৃত জাতীয় সাইকেল ম্যারাথন বা ক্রস-কান্ট্রি অভিযান আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে, যাতে আরও বেশি জেলা (যেমন সিলেট, বরিশাল বিভাগ) অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তরুণ স্বেচ্ছাসেবীদের প্রশিক্ষণ এবং যুবক্লাব গঠনের মাধ্যমে এটি অব্যাহত রাখা হবে, যাতে প্রতি বছর অন্তত একটি অনুরূপ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

২. সরকার ও সংস্থাসমূহের প্রতি সুপারিশ

কর্মসূচির অভিজ্ঞতা থেকে সরকার এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে নিম্নোক্ত সুপারিশ করা হচ্ছে, যাতে দাবিগুলো দ্রুত বাস্তবায়িত হয় এবং জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে অবদান রাখে:

- **সরকারের প্রতি:** তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন দ্রুত সংশোধন করে তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রণয়ন করুন

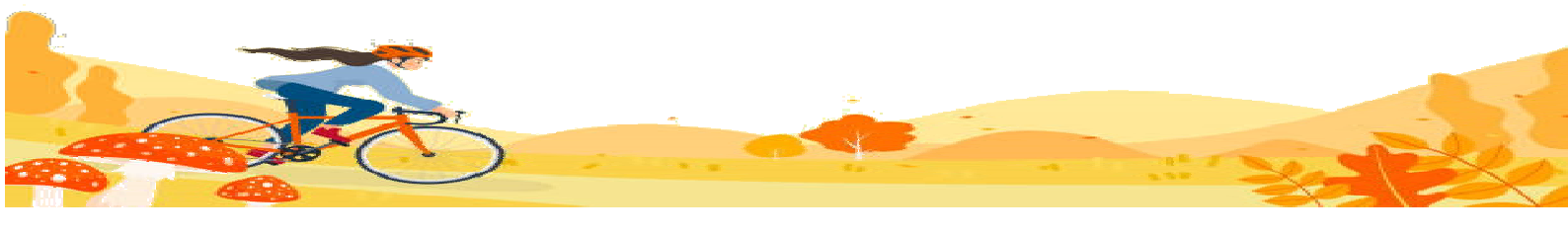

এবং নতুন তামাক কোম্পানির অনুমোদন বন্ধ করুন। স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জের অর্থে বাংলাদেশ হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন গঠন করুন। পরিবেশ আদালত প্রতি জেলায় স্থাপন করে নাগরিকদের মামলা দায়েরের অধিকার প্রদান করুন। শহরাঞ্চলে সাইকেল লেন নির্মাণ এবং পথচারী অগ্রাধিকার নীতিমালা বাস্তবায়ন করুন। নিরাপদ খাদ্য আইনের কঠোর প্রয়োগ এবং ভূউপরিস্থ পানির ব্যবহার বাড়াতে জলাধার সংরক্ষণ নিশ্চিত করুন। স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য তাজা শাক-সবজির যোগান বাড়াতে পরিবহন সমন্বয় এবং নগর কৃষি প্রসার করুন।

- **সংস্থাসমূহের প্রতি**: সিয়াম, WHO, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট, বেলা এবং স্থানীয় সংস্থাসমূহ (যেমন পল্লী সাহিত্য সংস্থা, SHARE Foundation) যৌথভাবে ফলোআপ কার্যক্রম চালান এবং যুবসমাজকে প্রশিক্ষিত করে নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করুন। স্থানীয় স্তরে সচেতনতা ওয়ার্কশপ আয়োজন করে দাবিগুলোর বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করুন।

এই পরিকল্পনা ও সুপারিশসমূহ বাস্তবায়িত হলে “We are for the next generation - সুস্থ দেশের আশায় দুই চাকায়” প্রতিপাদ্যটি শুধু একটি স্লোগান নয়, বরং একটি জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হবে। কর্মসূচির অংশীদারগণ এবং তরুণ স্বেচ্ছাসেবীরা এই দায়িত্ব পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যাতে ভবিষ্যতে বাংলাদেশ একটি স্বাস্থ্যকর ও পরিবেশসম্মত দেশ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

১৪. উপসংহার

“স্বাস্থ্যকর বাংলাদেশ যাত্রা” কর্মসূচিটি বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং তরুণ প্রজন্মের সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হিসেবে দাঁড়িয়েছে। সিয়ামের নেতৃত্বে এবং WHO, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট, বেলাসহ ১৭টি জেলার স্থানীয় সংস্থাসমূহের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ৫ জন তরুণ স্বেচ্ছাসেবীর সাইকেল যোগে ক্রস-কান্ট্রি যাত্রা ১৭টি জেলায় জনসচেতনতা ছড়িয়ে দিয়েছে এবং সরকারের কাছে ৮টি গুরুত্বপূর্ণ দাবি উপস্থাপন করে অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধে একটি শক্তিশালী ভিত্তি গড়ে তুলেছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে যাত্রার কার্যক্রম, সমাপনী সভা এবং স্থানীয় প্রশাসনের সমর্থন, সবকিছু মিলে এটি তরুণদের উদ্যম এবং সমন্বিত অংশীদারিত্বের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, যা জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলবে।

এই কর্মসূচির মূল প্রতিপাদ্য “We are for the next generation - সুস্থ দেশের আশায় দুই চাকায়” এর সাথে সরাসরি যুক্ত হয়েছে যাত্রার প্রতিটি অংশ। তরুণ সাইক্লিস্টদের দুই চাকার যাত্রা শারীরিক পরিশ্রম এবং কার্বনমুক্ত যানবাহনের প্রচার করেছে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি তামাকমুক্ত, পরিবেশবান্ধব এবং স্বাস্থ্যসচেতন সমাজ গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি প্রকাশ করেছে। এটি দেখিয়েছে যে, আমরা বর্তমানে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করছি, তা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটি সুস্থ ও টেকসই উত্তরাধিকার রচনা করবে।

----------+----------

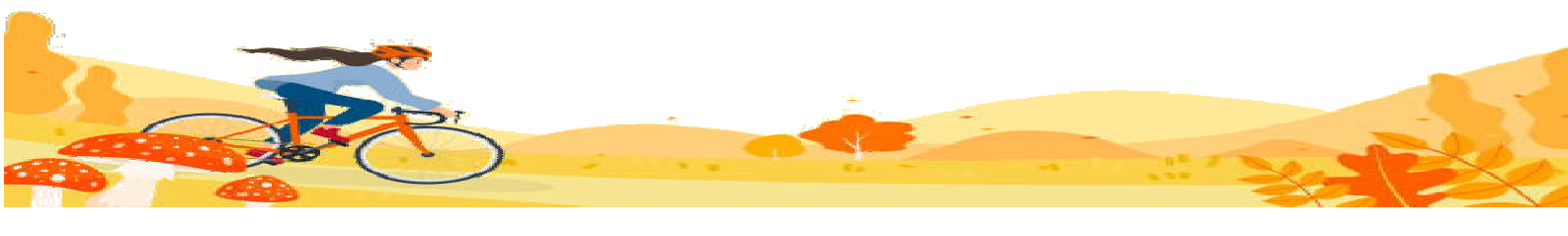

পরিশিষ্ট- খ (স্মারকপত্রের নমুনা)

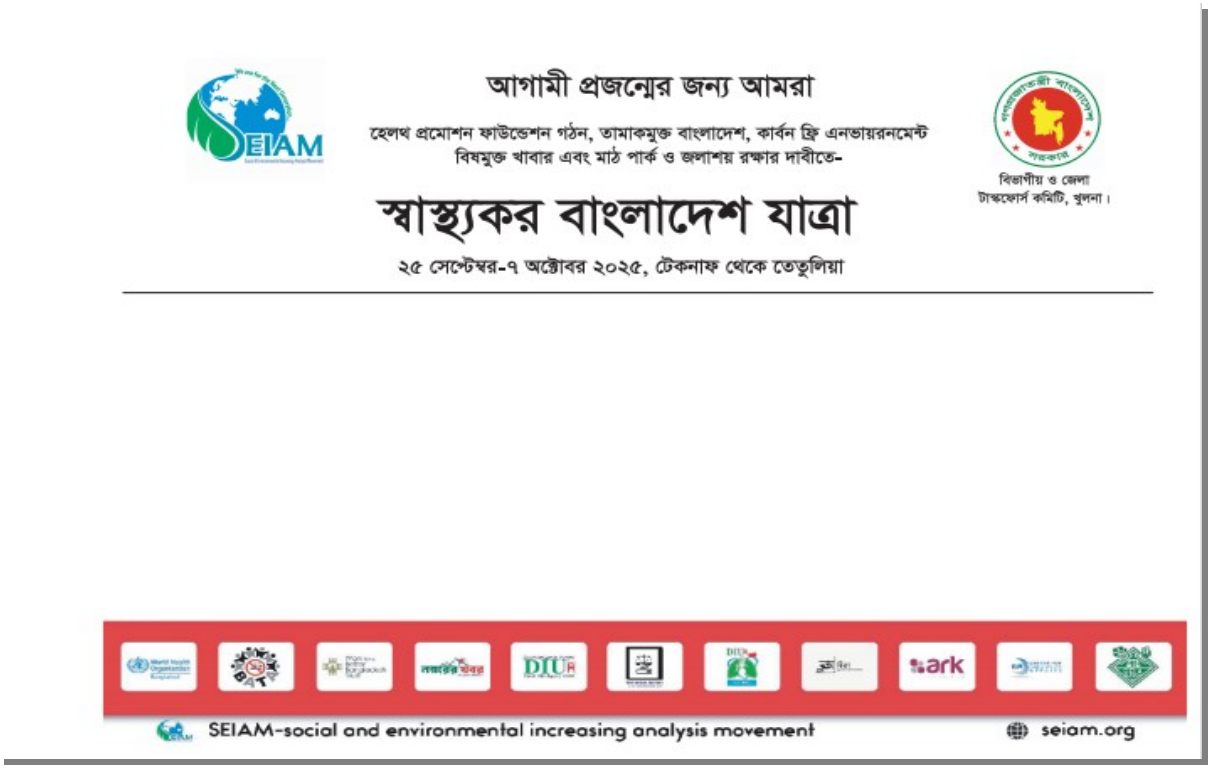

We are for the Next Generation...

EIAM

Social & Environmental Inceasing Analysis Movement

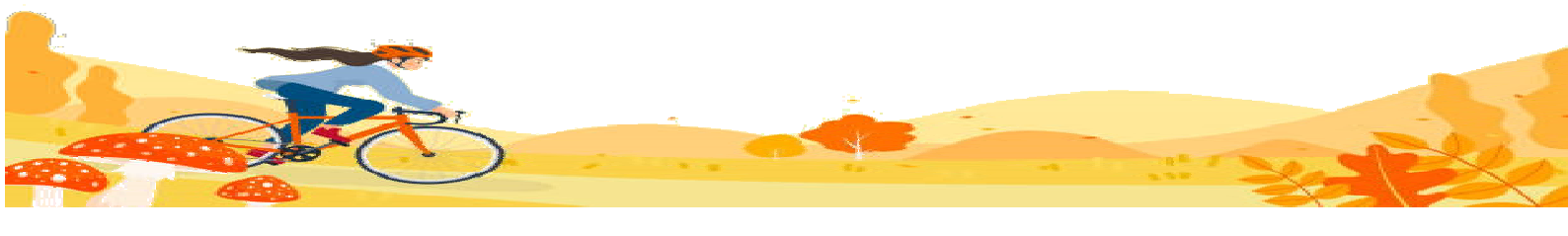

পরিশিষ্ট- গ (প্রশাসনের মন্তব্যের স্ক্যান কপি)

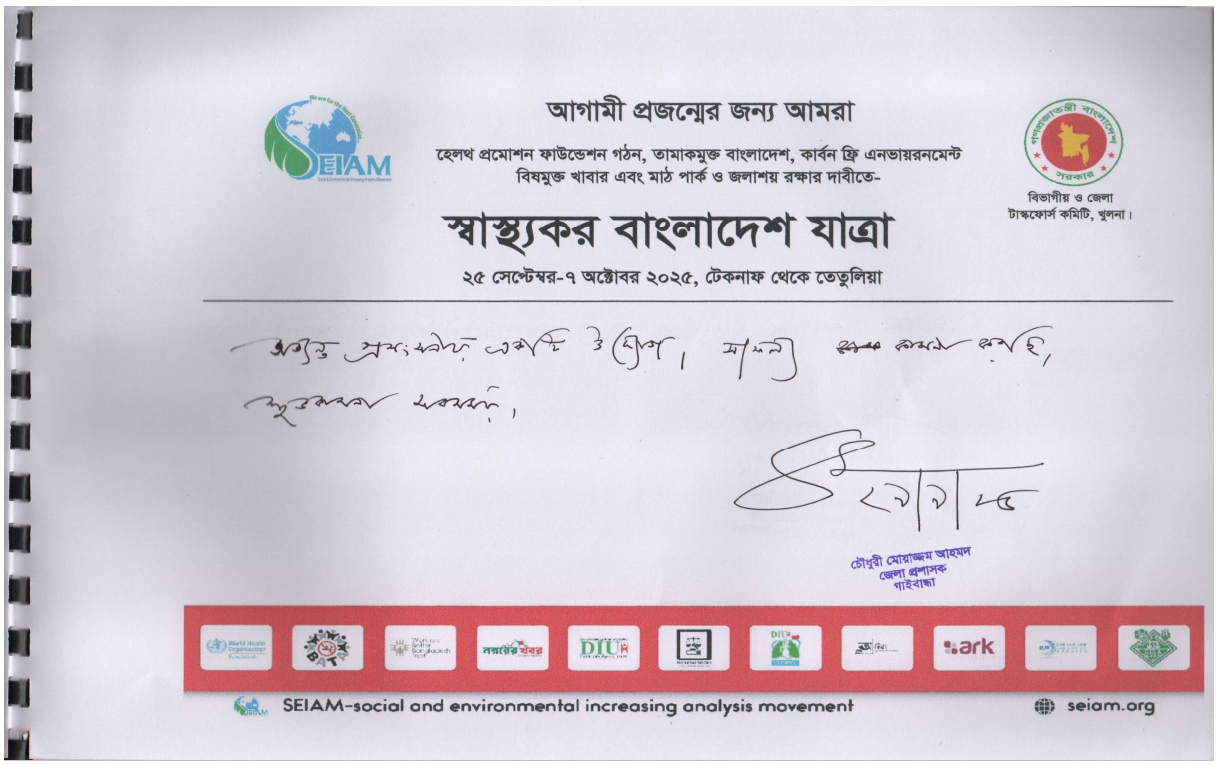

আগামী প্রজন্মের জন্য আমরা

হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন গঠন, তামাকমুক্ত বাংলাদেশ, কার্বন ফ্রি এনভায়রনমেন্ট
বিষমুক্ত খাবার এবং মাঠ পার্ক ও জলাশয় রক্ষার দাবীতে-

বিভাগীয় ও জেলা
টাস্কফোর্স কমিটি, খুলনা।

স্বাস্থ্যকর বাংলাদেশ যাত্রা

২৫ সেপ্টেম্বর-৭ অক্টোবর ২০২৫, টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া

অত্যন্ত প্রশংসনীয় একটি উদ্যোগ, সাফল্য কামনা করছি,
শুভকামনা সবসময়,

চৌধুরী মোয়াজ্জম আহমদ
জেলা প্রশাসক
গাইবান্ধা

SEIAM-social and environmental increasing analysis movement
seiam.org

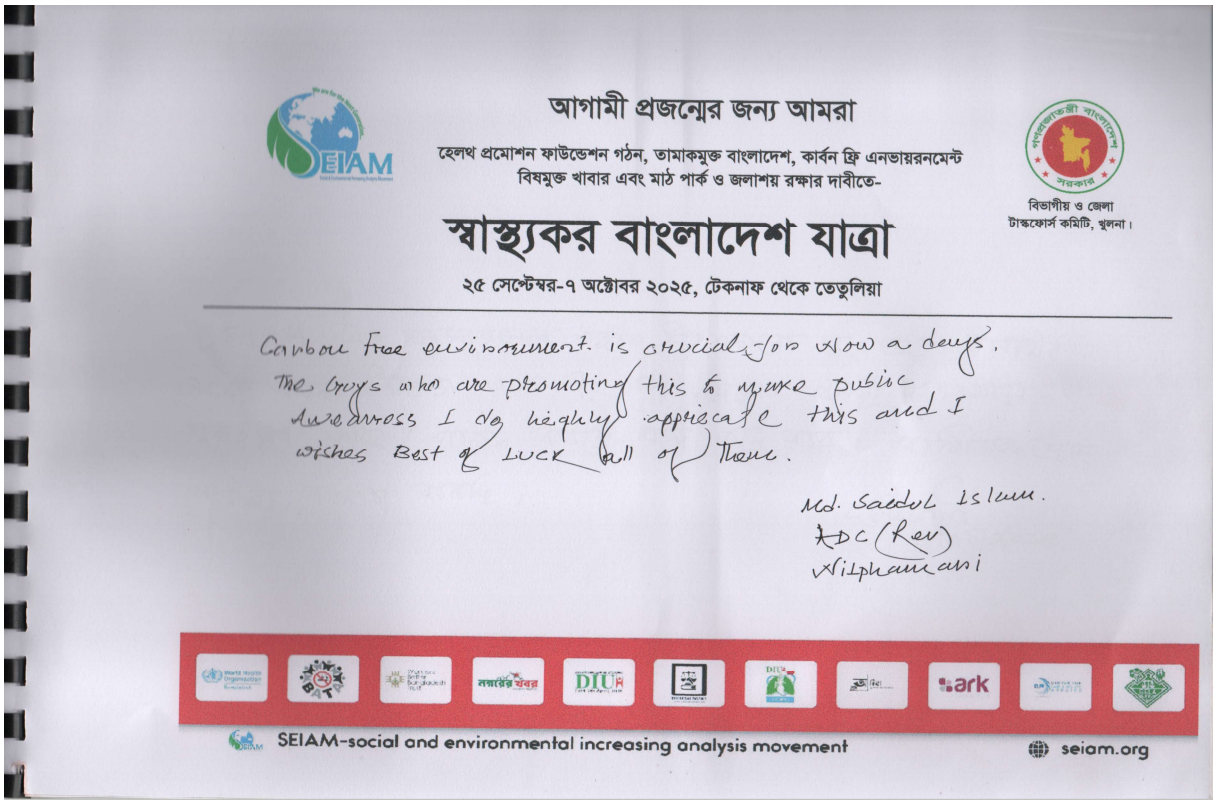

আগামী প্রজন্মের জন্য আমরা

হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন গঠন, তামাকমুক্ত বাংলাদেশ, কার্বন ফ্রি এনভায়রনমেন্ট
বিষমুক্ত খাবার এবং মাঠ পার্ক ও জলাশয় রক্ষার দাবীতে-

বিভাগীয় ও জেলা
টাস্কফোর্স কমিটি, খুলনা।

স্বাস্থ্যকর বাংলাদেশ যাত্রা

২৫ সেপ্টেম্বর-৭ অক্টোবর ২০২৫, টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া

Carbon free environment is crucial for now a days.
The Guys who are promoting this to make public
Awareness I do highly appriecate this and I
wishes Best of Luck all of them.

Md. Saidul Islam.
ADC (Rev)
Nilphamari

SEIAM-social and environmental increasing analysis movement
seiam.org

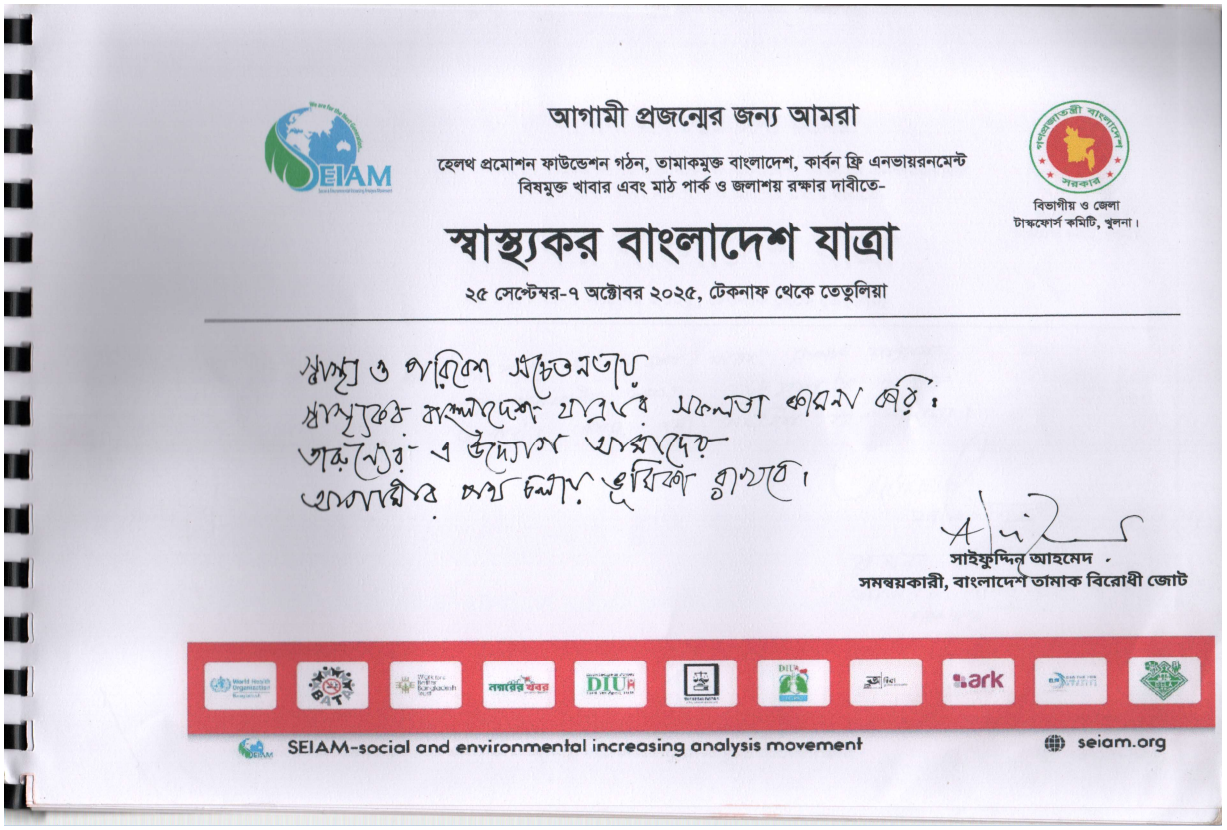

আগামী প্রজন্মের জন্য আমরা

হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন গঠন, তামাকমুক্ত বাংলাদেশ, কার্বন ফ্রি এনভায়রনমেন্ট
বিষমুক্ত খাবার এবং মাঠ পার্ক ও জলাশয় রক্ষার দাবীতে-

বিভাগীয় ও জেলা
টাস্কফোর্স কমিটি, খুলনা।

স্বাস্থ্যকর বাংলাদেশ যাত্রা

২৫ সেপ্টেম্বর-৭ অক্টোবর ২০২৫, টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া

স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সচেতনতায়
স্বাস্থ্যকর বাংলাদেশ যাত্রার সফলতা কামনা করি।
তারুণ্যের এ উদ্যোগ আমাদের
আগামীর পথ চলায় ভূমিকা রাখবে।

সাইফুদ্দিন আহমেদ
সমন্বয়কারী, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট

SEIAM-social and environmental increasing analysis movement — seiam.org

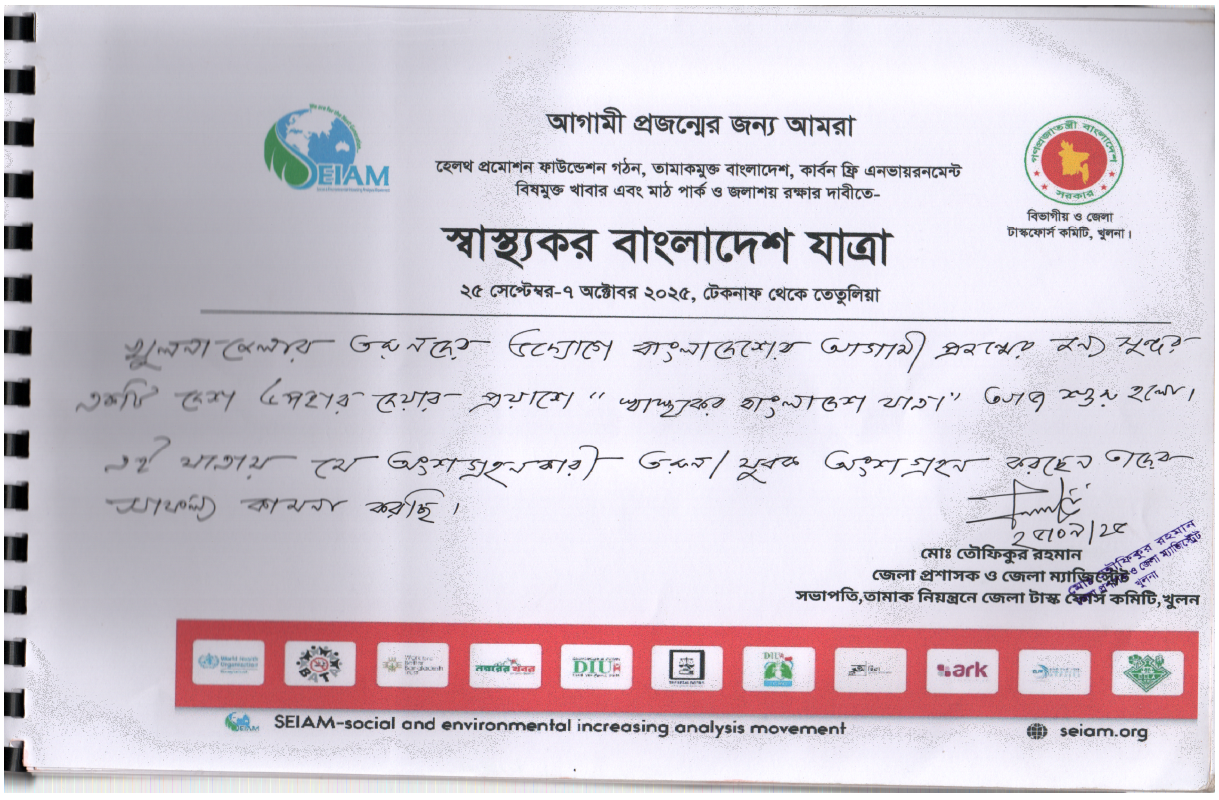

আগামী প্রজন্মের জন্য আমরা

হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন গঠন, তামাকমুক্ত বাংলাদেশ, কার্বন ফ্রি এনভায়রনমেন্ট
বিষমুক্ত খাবার এবং মাঠ পার্ক ও জলাশয় রক্ষার দাবীতে-

বিভাগীয় ও জেলা
টাস্কফোর্স কমিটি, খুলনা।

স্বাস্থ্যকর বাংলাদেশ যাত্রা

২৫ সেপ্টেম্বর-৭ অক্টোবর ২০২৫, টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া

খুলনা জেলার তরুণদের উদ্যোগে বাংলাদেশের আগামী প্রজন্মের জন্য সুন্দর একটি দেশ উপহার দেয়ার প্রয়াসে "স্বাস্থ্যকর বাংলাদেশ যাত্রা" আজ শুরু হলো। এই যাত্রায় যে অংশগ্রহণকারী তরুণ/যুবক অংশগ্রহণ করছেন তাদের সাফল্য কামনা করছি।

২৫/০৯/২৫

মোঃ তৌফিকুর রহমান
জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট
সভাপতি,তামাক নিয়ন্ত্রনে জেলা টাস্ক ফোর্স কমিটি,খুলনা

SEIAM-social and environmental increasing analysis movement — seiam.org

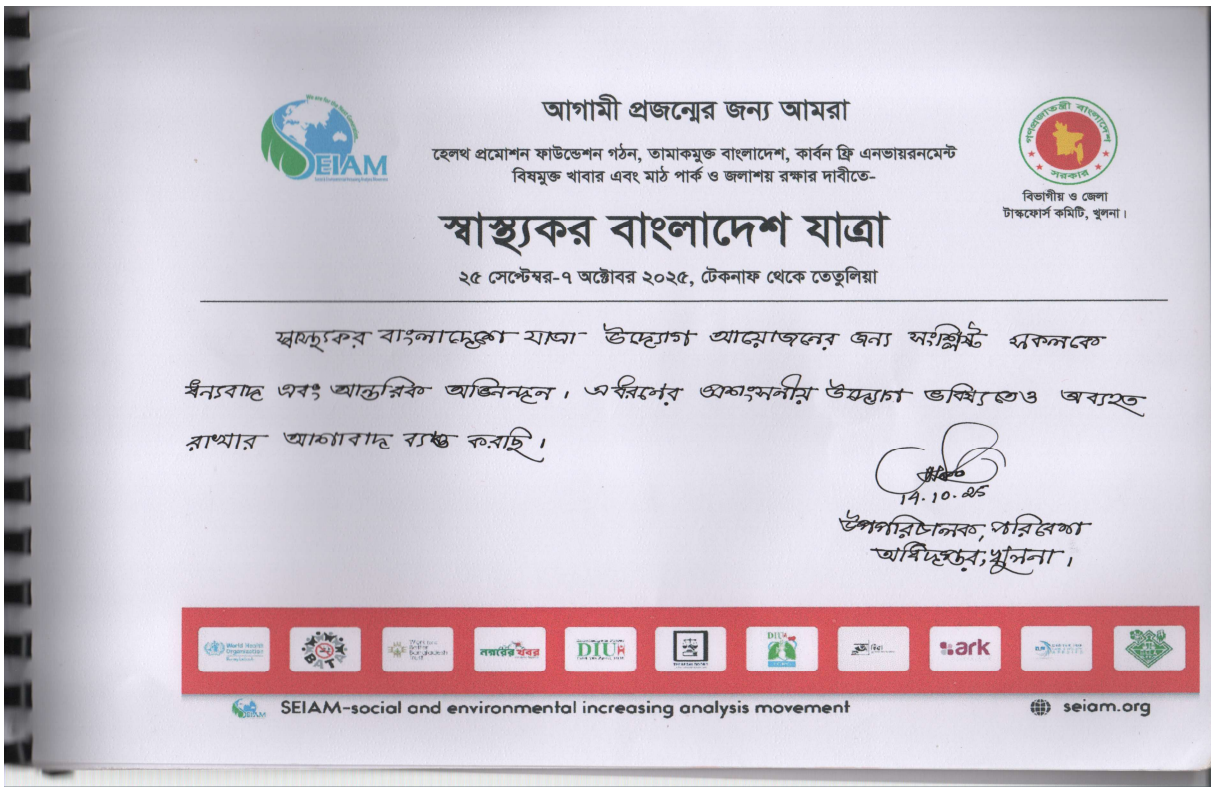

আগামী প্রজন্মের জন্য আমরা

হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন গঠন, তামাকমুক্ত বাংলাদেশ, কার্বন ফ্রি এনভায়রনমেন্ট
বিষমুক্ত খাবার এবং মাঠ পার্ক ও জলাশয় রক্ষার দাবীতে-

বিভাগীয় ও জেলা
টাস্কফোর্স কমিটি, খুলনা।

স্বাস্থ্যকর বাংলাদেশ যাত্রা

২৫ সেপ্টেম্বর-৭ অক্টোবর ২০২৫, টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া

স্বাস্থ্যকর বাংলাদেশ যাত্রা উদ্যোগ আয়োজনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ এবং আন্তরিক অভিনন্দন। এধরনের প্রশংসনীয় উদ্যোগ ভবিষ্যতেও অব্যহত রাখার আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

১৭.১০.২৫
উপপরিচালক, পরিবেশ
অধিদপ্তর, খুলনা।

SEIAM-social and environmental increasing analysis movement
seiam.org

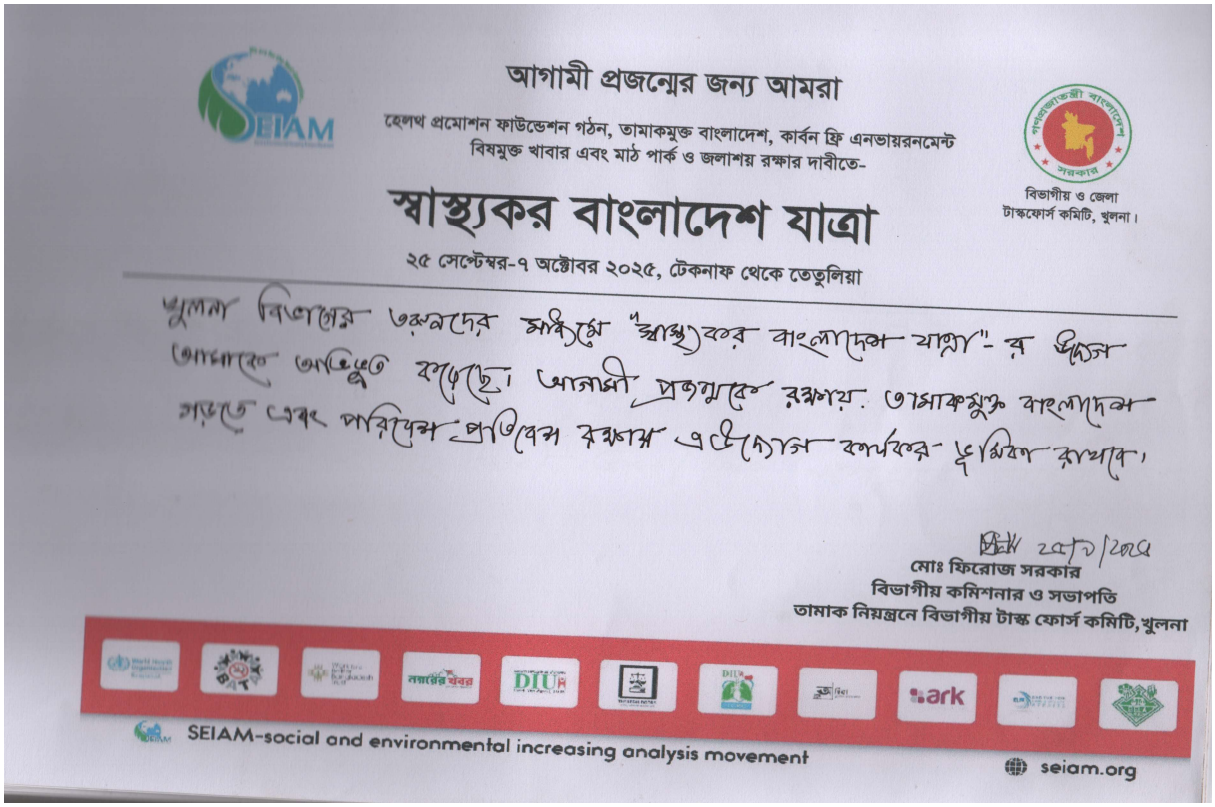

আগামী প্রজন্মের জন্য আমরা

হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন গঠন, তামাকমুক্ত বাংলাদেশ, কার্বন ফ্রি এনভায়রনমেন্ট
বিষমুক্ত খাবার এবং মাঠ পার্ক ও জলাশয় রক্ষার দাবীতে-

বিভাগীয় ও জেলা
টাস্কফোর্স কমিটি, খুলনা।

স্বাস্থ্যকর বাংলাদেশ যাত্রা

২৫ সেপ্টেম্বর-৭ অক্টোবর ২০২৫, টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া

খুলনা বিভাগের তরুনদের মাধ্যমে "স্বাস্থ্যকর বাংলাদেশ যাত্রা"-র উদ্যোগ আমাকে অভিভূত করেছে। আগামী প্রজন্মের জন্য তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে এবং পরিবেশ প্রতিবেশ রক্ষায় এই উদ্যোগ কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

২৫/১০/২০২৫
মোঃ ফিরোজ সরকার
বিভাগীয় কমিশনার ও সভাপতি
তামাক নিয়ন্ত্রনে বিভাগীয় টাস্ক ফোর্স কমিটি, খুলনা

SEIAM-social and environmental increasing analysis movement
seiam.org

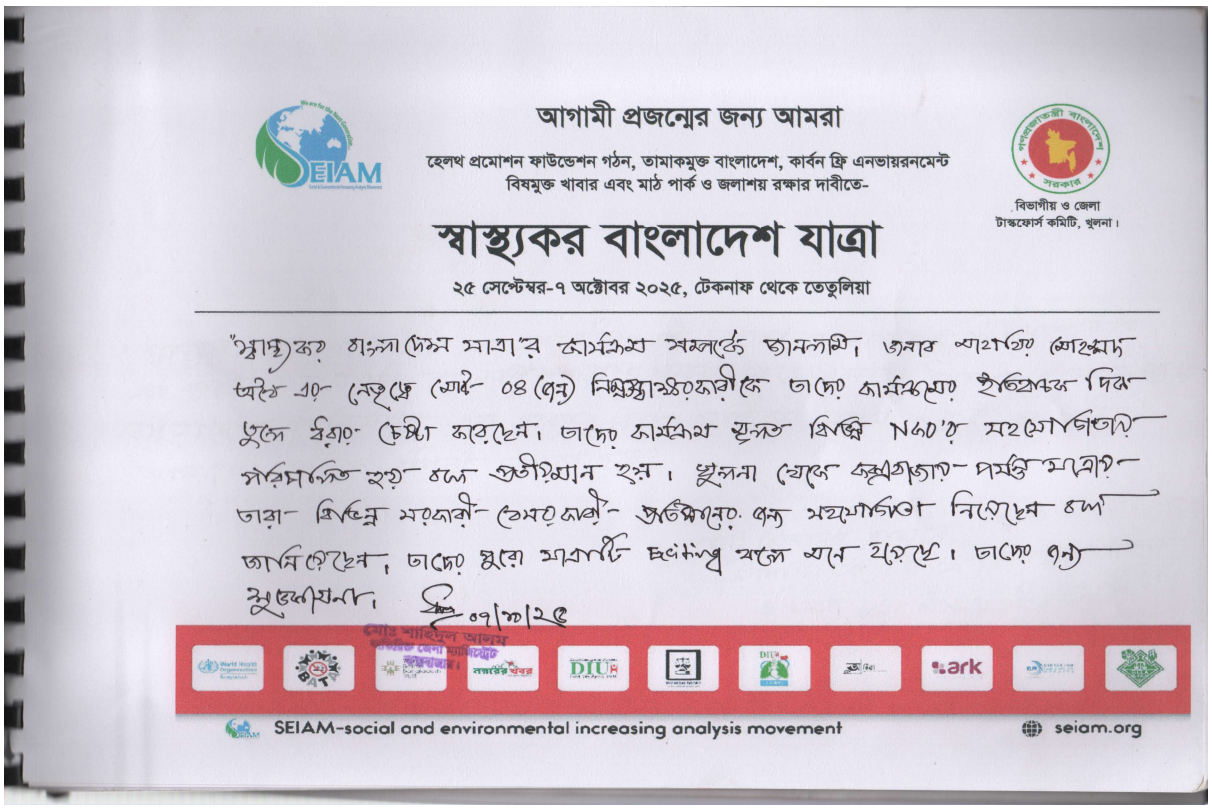

আগামী প্রজন্মের জন্য আমরা

হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন গঠন, তামাকমুক্ত বাংলাদেশ, কার্বন ফ্রি এনভায়রনমেন্ট
বিষমুক্ত খাবার এবং মাঠ পার্ক ও জলাশয় রক্ষার দাবীতে-

বিভাগীয় ও জেলা
টাস্কফোর্স কমিটি, খুলনা।

স্বাস্থ্যকর বাংলাদেশ যাত্রা

২৫ সেপ্টেম্বর-৭ অক্টোবর ২০২৫, টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া

"স্বাস্থ্যকর বাংলাদেশ যাত্রা"র কার্যক্রম সম্পর্কে জানলাম। জনাব সাহাবিদ মোহাম্মদ অভি এর নেতৃত্বে মোট ০৪ (চার) নিম্নস্বাক্ষরকারীকে তাদের কার্যক্রমের ইতিবাচক দিক তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তাদের কার্যক্রম মূলত বিভিন্ন NGO'র সহযোগিতায় পরিচালিত হয় বলে প্রতীয়মান হয়। খুলনা থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত যাত্রায় তারা বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য সহযোগিতা নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন, তাদের পুরো যাত্রাটি চ্যালেঞ্জিং বলে মনে হয়েছে। তাদের জন্য শুভকামনা।

স্বাক্ষর ০৭/১০/২৫
মোঃ শাহিদুল আলম
অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট
কক্সবাজার।

SEIAM-social and environmental increasing analysis movement — seiam.org

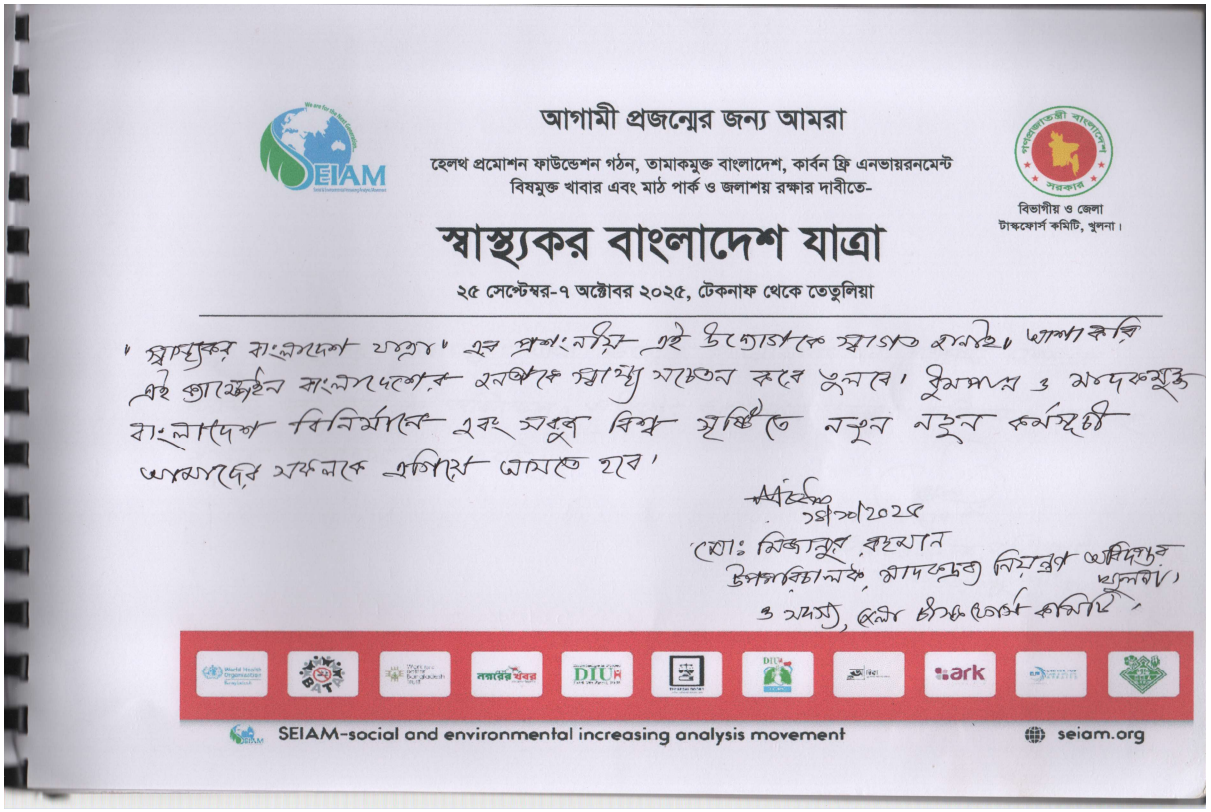

আগামী প্রজন্মের জন্য আমরা

হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন গঠন, তামাকমুক্ত বাংলাদেশ, কার্বন ফ্রি এনভায়রনমেন্ট
বিষমুক্ত খাবার এবং মাঠ পার্ক ও জলাশয় রক্ষার দাবীতে-

বিভাগীয় ও জেলা
টাস্কফোর্স কমিটি, খুলনা।

স্বাস্থ্যকর বাংলাদেশ যাত্রা

২৫ সেপ্টেম্বর-৭ অক্টোবর ২০২৫, টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া

'স্বাস্থ্যকর বাংলাদেশ যাত্রা' এর প্রশংসনীয় এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। আশা করি এই ক্যাম্পেইন বাংলাদেশের জনগণকে স্বাস্থ্য সচেতন করে তুলবে। ধূমপান ও মাদকমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণে এবং সবুজ বিশ্ব সৃষ্টিতে নতুন নতুন কর্মসূচী আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

স্বাক্ষর
২৪/১০/২০২৫
মোঃ মিজানুর রহমান
উপপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, খুলনা,
ও সদস্য, জেলা টাস্কফোর্স কমিটি।

SEIAM-social and environmental increasing analysis movement — seiam.org

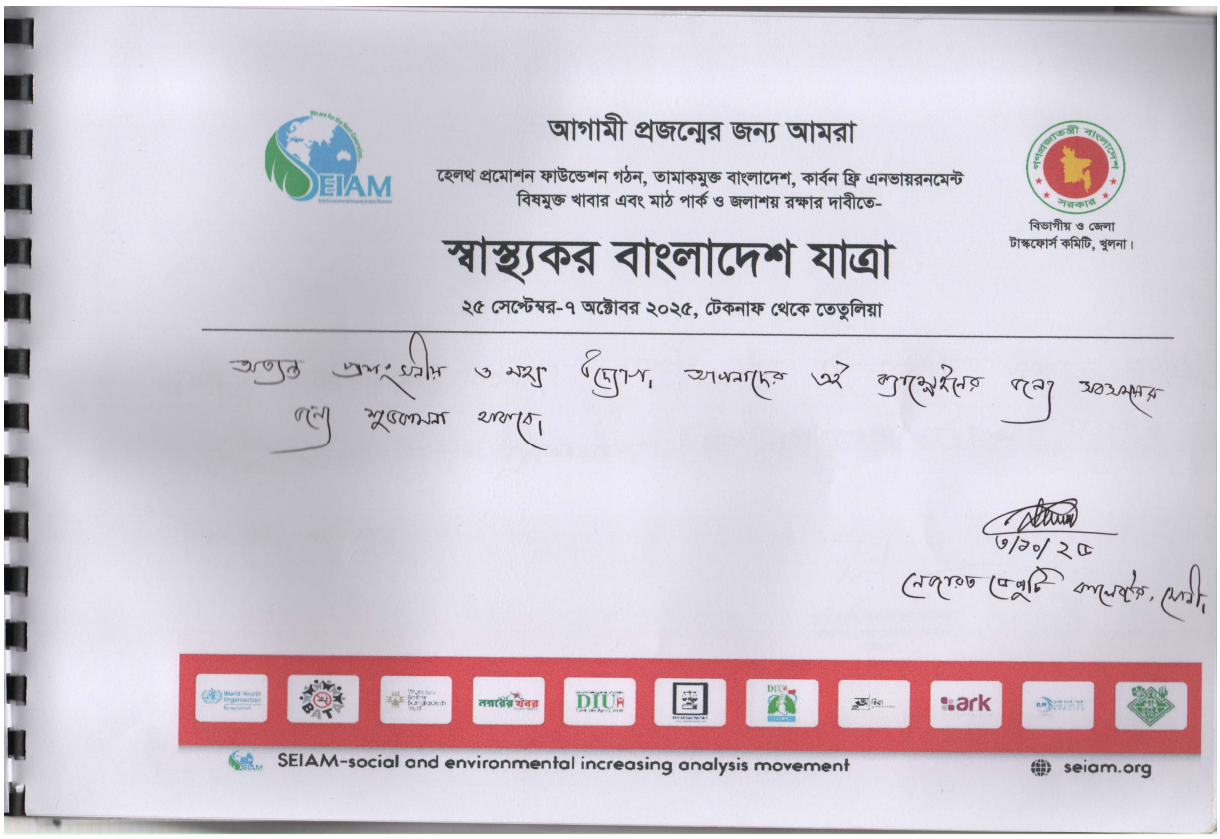
আগামী প্রজন্মের জন্য আমরা
হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন গঠন, তামাকমুক্ত বাংলাদেশ, কার্বন ফ্রি এনভায়রনমেন্ট
বিষমুক্ত খাবার এবং মাঠ পার্ক ও জলাশয় রক্ষার দাবীতে-
স্বাস্থ্যকর বাংলাদেশ যাত্রা
২৫ সেপ্টেম্বর-৭ অক্টোবর ২০২৫, টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া
বিভাগীয় ও জেলা
টাস্কফোর্স কমিটি, খুলনা।
SEIAM-social and environmental increasing analysis movement
seiam.org

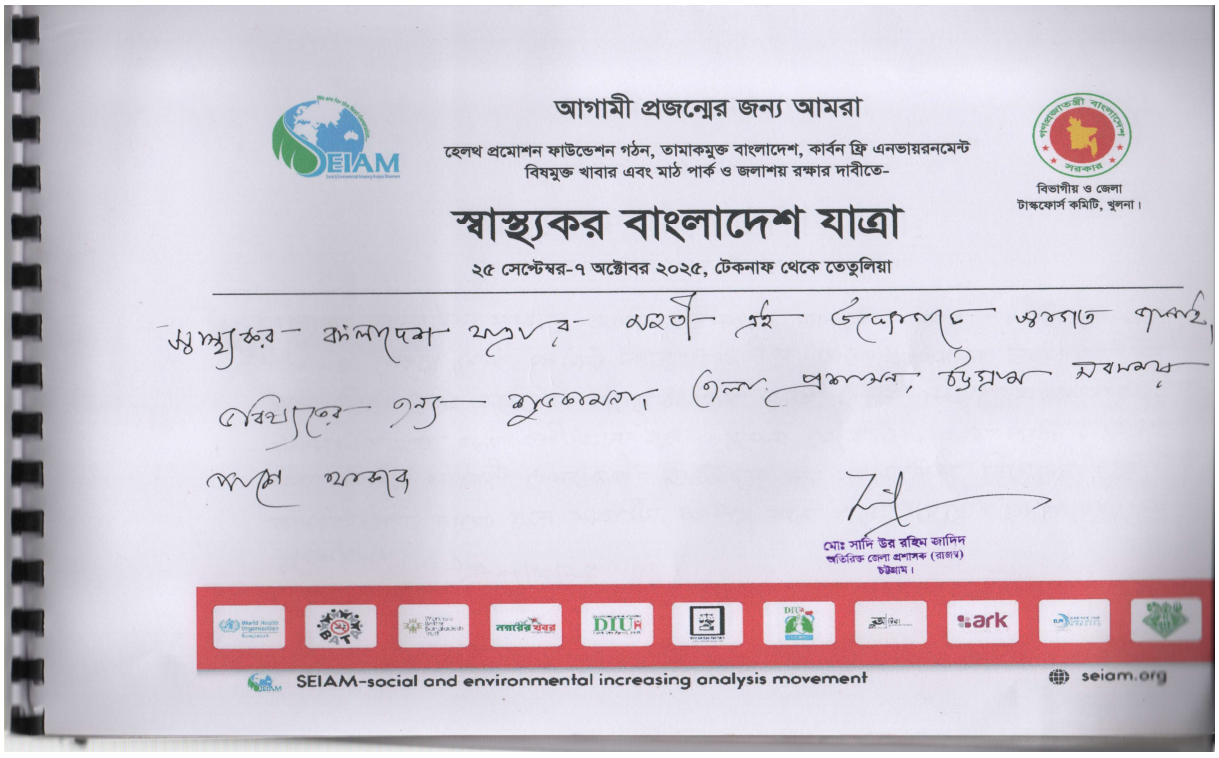
আগামী প্রজন্মের জন্য আমরা
হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন গঠন, তামাকমুক্ত বাংলাদেশ, কার্বন ফ্রি এনভায়রনমেন্ট
বিষমুক্ত খাবার এবং মাঠ পার্ক ও জলাশয় রক্ষার দাবীতে-
স্বাস্থ্যকর বাংলাদেশ যাত্রা
২৫ সেপ্টেম্বর-৭ অক্টোবর ২০২৫, টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া
বিভাগীয় ও জেলা
টাস্কফোর্স কমিটি, খুলনা।
মোঃ সাদি উর রহিম জাদিদ
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)
চট্টগ্রাম।
SEIAM-social and environmental increasing analysis movement
seiam.org

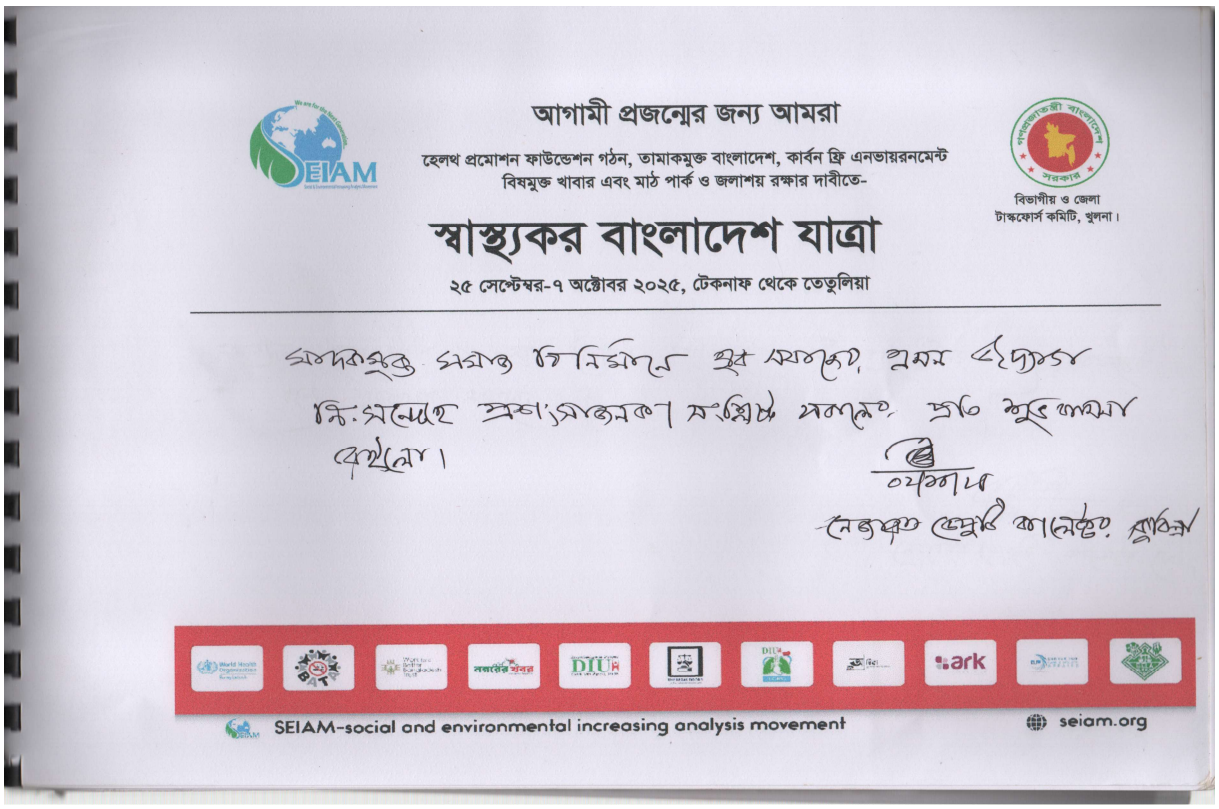

আগামী প্রজন্মের জন্য আমরা

হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন গঠন, তামাকমুক্ত বাংলাদেশ, কার্বন ফ্রি এনভায়রনমেন্ট বিষমুক্ত খাবার এবং মাঠ পার্ক ও জলাশয় রক্ষার দাবীতে-

বিভাগীয় ও জেলা টাস্কফোর্স কমিটি, খুলনা।

স্বাস্থ্যকর বাংলাদেশ যাত্রা

২৫ সেপ্টেম্বর-৭ অক্টোবর ২০২৫, টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া

আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে এই প্রয়াস, এমন উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসাজনক। সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি শুভকামনা রইলো।

নেজারত ডেপুটি কালেক্টর, খুলনা

SEIAM-social and environmental increasing analysis movement

seiam.org

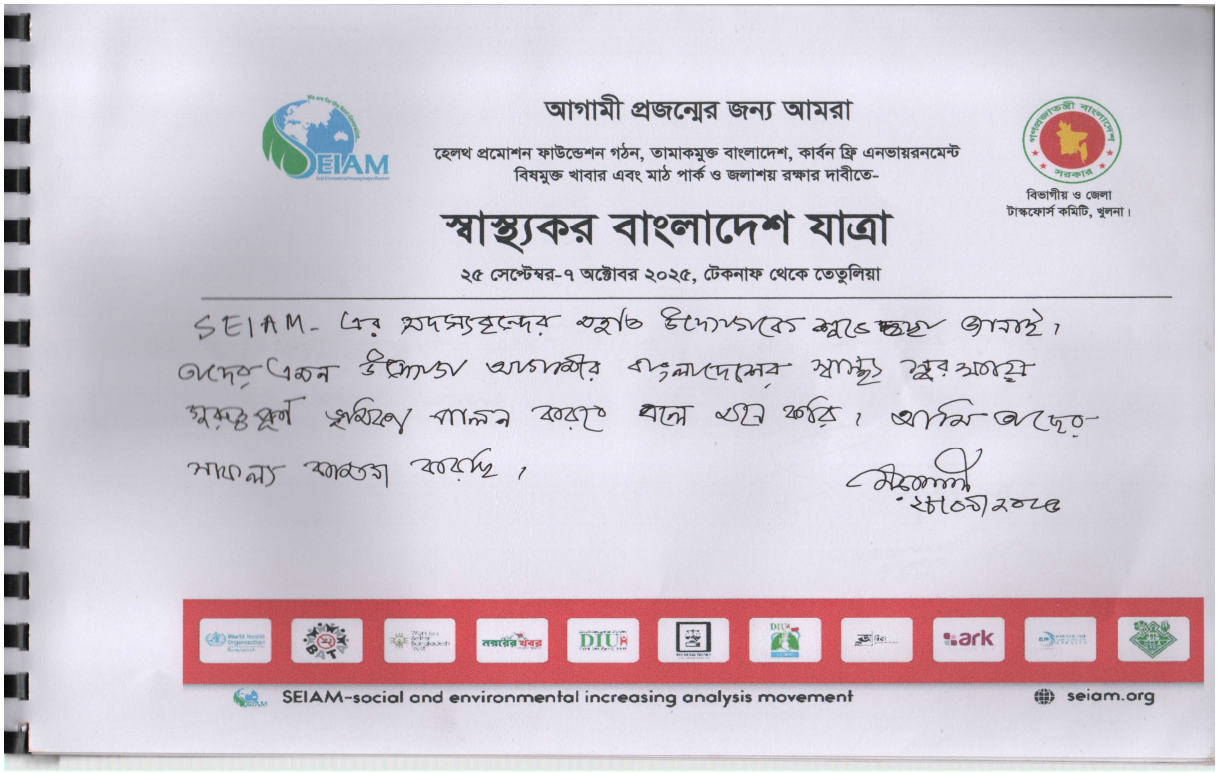

আগামী প্রজন্মের জন্য আমরা

হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন গঠন, তামাকমুক্ত বাংলাদেশ, কার্বন ফ্রি এনভায়রনমেন্ট বিষমুক্ত খাবার এবং মাঠ পার্ক ও জলাশয় রক্ষার দাবীতে-

বিভাগীয় ও জেলা টাস্কফোর্স কমিটি, খুলনা।

স্বাস্থ্যকর বাংলাদেশ যাত্রা

২৫ সেপ্টেম্বর-৭ অক্টোবর ২০২৫, টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া

SEIAM-এর সদস্যবৃন্দের সাহসী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। তাদের এমন উদ্যোগ আগামীর বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করি। আমি তাদের সাফল্য কামনা করছি।

২৮/০৯/২০২৫

SEIAM-social and environmental increasing analysis movement

seiam.org

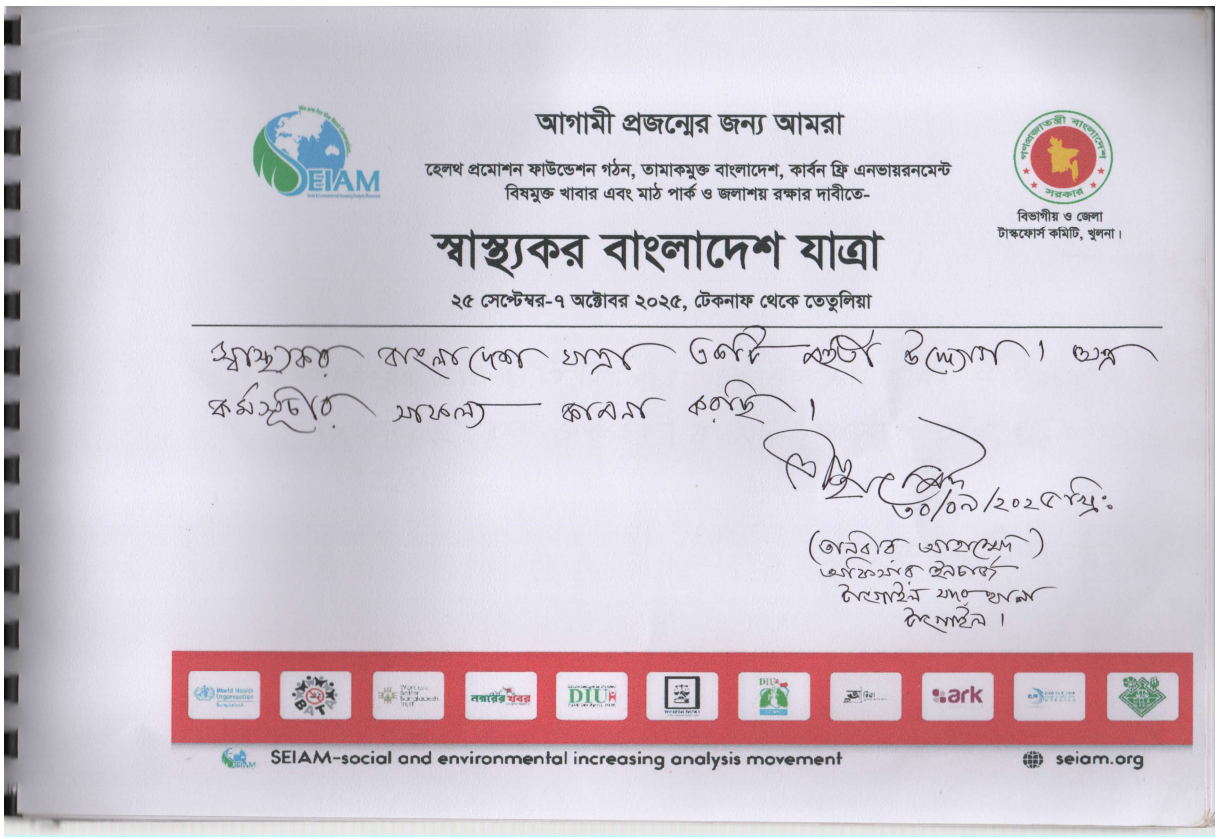

আগামী প্রজন্মের জন্য আমরা

হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন গঠন, তামাকমুক্ত বাংলাদেশ, কার্বন ফ্রি এনভায়রনমেন্ট
বিষমুক্ত খাবার এবং মাঠ পার্ক ও জলাশয় রক্ষার দাবীতে-

বিভাগীয় ও জেলা টাস্কফোর্স কমিটি, খুলনা।

স্বাস্থ্যকর বাংলাদেশ যাত্রা

২৫ সেপ্টেম্বর-৭ অক্টোবর ২০২৫, টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া

স্বাস্থ্যকর বাংলাদেশ যাত্রা একটি মহতী উদ্যোগ। এর কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

৩০/০৯/২০২৫খ্রিঃ

(অনবীর আহমেদ)
অফিসার ইনচার্জ
টেংরাইল যন্ত্র খামার
টেংরাইল।

SEIAM-social and environmental increasing analysis movement — seiam.org

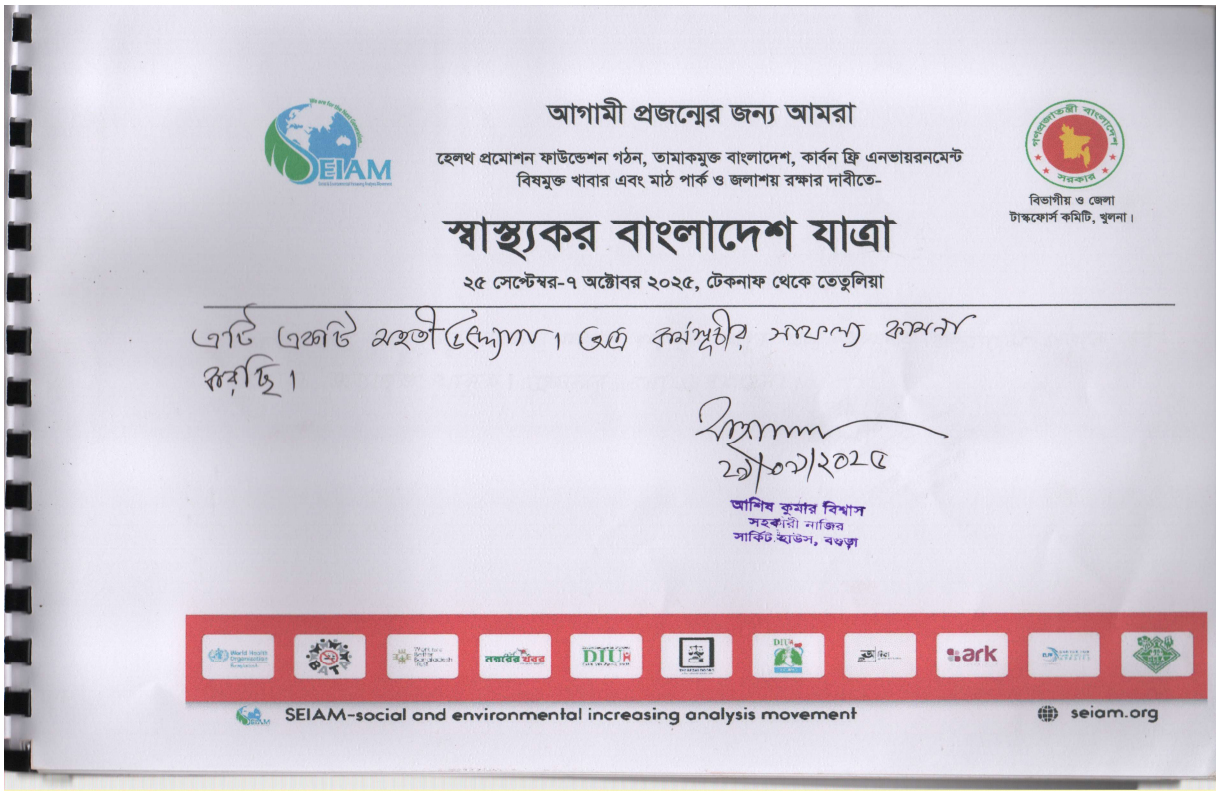

আগামী প্রজন্মের জন্য আমরা

হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন গঠন, তামাকমুক্ত বাংলাদেশ, কার্বন ফ্রি এনভায়রনমেন্ট
বিষমুক্ত খাবার এবং মাঠ পার্ক ও জলাশয় রক্ষার দাবীতে-

বিভাগীয় ও জেলা টাস্কফোর্স কমিটি, খুলনা।

স্বাস্থ্যকর বাংলাদেশ যাত্রা

২৫ সেপ্টেম্বর-৭ অক্টোবর ২০২৫, টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া

এটি একটি মহতী উদ্যোগ। এর কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

২৭/০৯/২০২৫

আশিষ কুমার বিশ্বাস
সহকারী নাজির
সার্কিট হাউস, বগুড়া

SEIAM-social and environmental increasing analysis movement — seiam.org

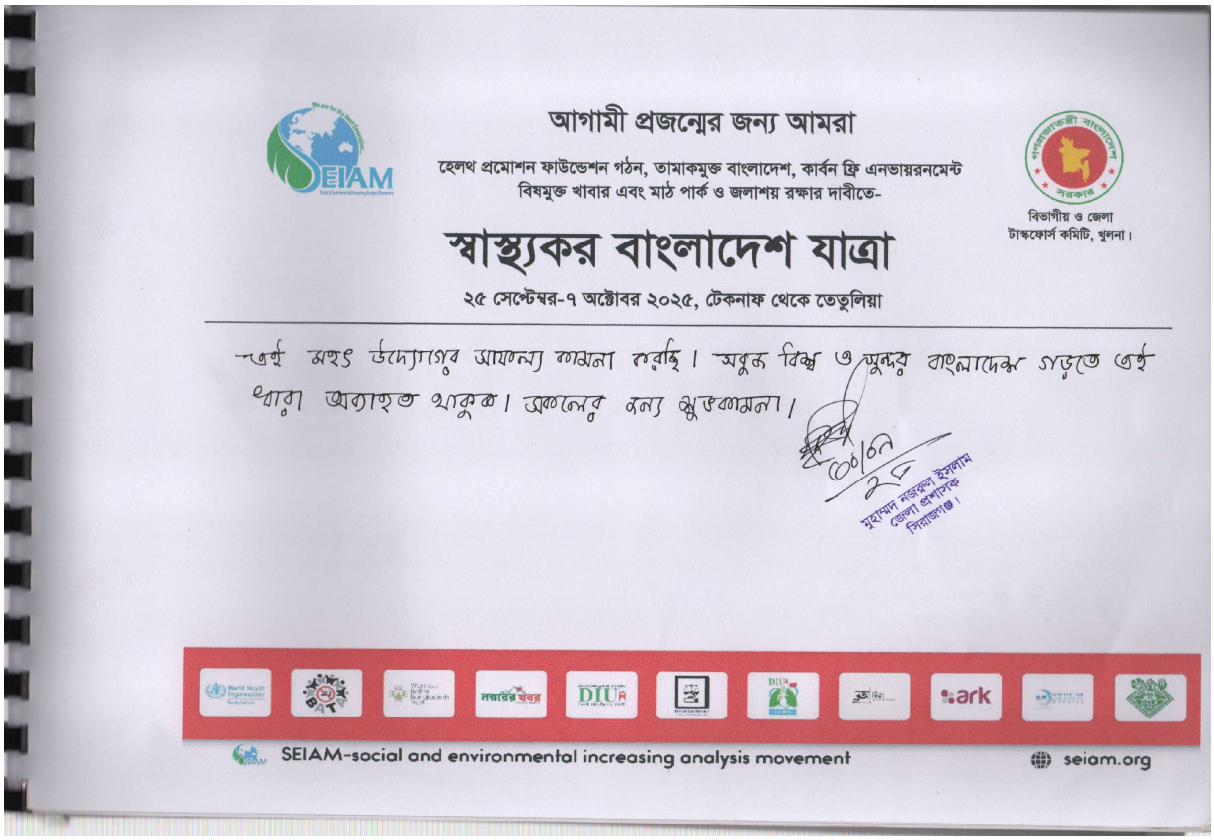

আগামী প্রজন্মের জন্য আমরা

হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন গঠন, তামাকমুক্ত বাংলাদেশ, কার্বন ফ্রি এনভায়রনমেন্ট
বিষমুক্ত খাবার এবং মাঠ পার্ক ও জলাশয় রক্ষার দাবীতে-

স্বাস্থ্যকর বাংলাদেশ যাত্রা

২৫ সেপ্টেম্বর-৭ অক্টোবর ২০২৫, টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া

বিভাগীয় ও জেলা
টাস্কফোর্স কমিটি, খুলনা।

এই মহৎ উদ্যোগের সাফল্য কামনা করছি। অমুক বিশ্ব ও সুন্দর বাংলাদেশ গড়তে এই
ধারা অব্যাহত থাকুক। সকলের জন্য শুভকামনা।

মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম
জেলা প্রশাসক
সিরাজগঞ্জ।

SEIAM-social and environmental increasing analysis movement

seiam.org

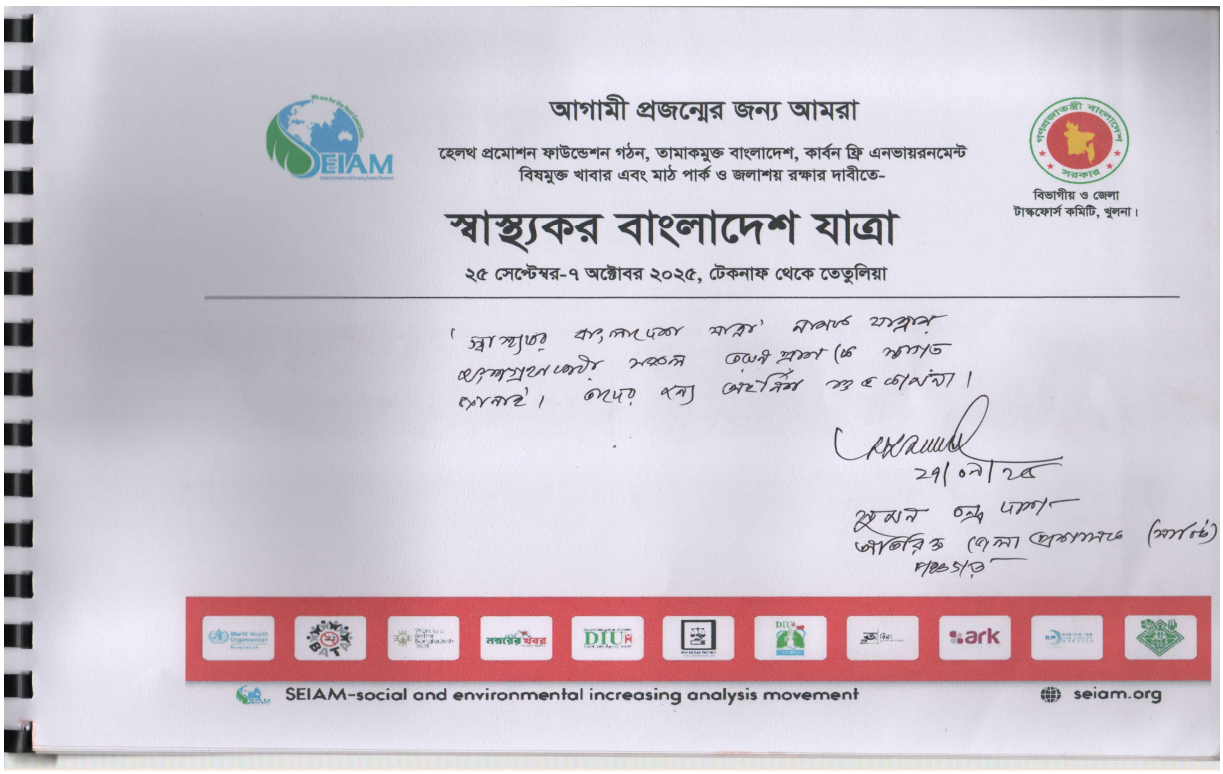

আগামী প্রজন্মের জন্য আমরা

হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন গঠন, তামাকমুক্ত বাংলাদেশ, কার্বন ফ্রি এনভায়রনমেন্ট
বিষমুক্ত খাবার এবং মাঠ পার্ক ও জলাশয় রক্ষার দাবীতে-

স্বাস্থ্যকর বাংলাদেশ যাত্রা

২৫ সেপ্টেম্বর-৭ অক্টোবর ২০২৫, টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া

বিভাগীয় ও জেলা
টাস্কফোর্স কমিটি, খুলনা।

SEIAM-social and environmental increasing analysis movement

seiam.org

পরিশিষ্ট- ঘ (মিডিয়া ক্লিপিং)

১. https://www.youtube.com/watch?v=৫RbJkhvoKKA

২. https://www.somoynews.tv/news/২০২৫-০৯-২৫/CEM৮৫০Wx

৩. https://www.facebook.com/share/v/১HAanw৮KRn/

৪. স্বাস্থ্যকর বাংলাদেশ যাত্রার উদ্বোধন আগামীকাল – নগরের খবর

৫. ‘স্বাস্থ্যকর বাংলাদেশ যাত্রা’র উদ্বোধন

৬. স্বাস্থ্যকর বাংলাদেশের যাত্রায় ৪ তরুনের তেতুলিয়া -টেকনাফ দ্বি চক্রযান যাত্রা - NewsGarden২৪

৭. https://sftvbd.com/৬০৪৪০/

৮. https://dainiksomor.net/%e০%a৬%b৮%e০%a৭%৮d%e০%a৬%ac%e০%a৬%be%e০%a৬%b৮%e০%a৭%৮d%e০%a৬%a৫%e০%a৭%৮d%e০%a৬%af%e০%a৬%৯৫%e০%a৬%b০-%e০%a৬%ac%e০%a৬%be%e০%a৬%৮২%e০%a৬%b২%e০%a৬%be%e০%a৬%a৬%e০%a৭%৮৭%e০%a৬%b৬%e০%a৭%৮৭%e০%a৬%b০-%e০%a৬%af/

৯. https://nagarerkhabor.com/%e০%a৬%৯৬%e০%a৭%৮১%e০%a৬%b২%e০%a৬%a৮%e০%a৬%be%e০%a৭%৯f%e০%a৬%b৮%e০%a৭%৮d%e০%a৬%ac%e০%a৬%be%e০%a৬%b৮%e০%a৭%৮d%e০%a৬%a৫%e০%a৭%৮d%e০%a৬%af%e০%a৬%৯৫%e০%a৬%b০-%e০%a৬%ac%e০%a৬%be%e০%a৬%৮২%e০%a৬%b২/

১০. https://nagarerkhabor.com/%e০%a৬%a৪%e০%a৬%be%e০%a৬%ae%e০%a৬%be%e০%a৬%৯৫-%e০%a৬%a৮%e০%a৬%bf%e০%a৬%af%e০%a৬%bc%e০%a৬%a৮%e০%a৭%৮d%e০%a৬%a৪%e০%a৭%৮d%e০%a৬%b০%e০%a৬%a৩-%e০%a৬%৯৩-%e০%a৬%aa%e০%a৬%b০%e০%a৬%bf%e০%a৬%ac%e০%a৭%৮৭/

পরিশিষ্ট- ক (ছবির গ্যালারি)

কর্মসূচির শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি খুলনা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচির শুভ উদ্বোধনী করেন, মোঃ ফিরোজ সরকার, মাননীয় বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা।

UCB
বাংলাবান্ধা
০০ কিঃ মিঃ
হাইওয়ে পুলিশ নাম্বার
০১৭৬৯৬৯০৬০৫

UCB
বাংলাবান্ধা
০০ কিঃ মিঃ
হাইওয়ে পুলিশ নাম্বার
০১৭৬৯৬৯০৬০৫

UCB
বাংলাবান্ধা
০০ কিঃ মিঃ

UCB
বাংলাবান্ধা
০০ কিঃ মিঃ

UCB
বাংলাবান্ধা
০০ কিঃ মিঃ

পঞ্চগড় সার্কিট হাউসে, জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পঞ্চগড় মহোদয়, মো: সাবেত আলী, এবং পল্লী সাহিত্য সংস্থা এর নির্বাহী পরিচালক মো: হারুনুর রশিদ, স্মারক বইয়ে মন্তব্য প্রদান করেন।

নীলফামারী সার্কিট হাউসে, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, নীলফামারী, এমডি সাইদুল ইসলাম এবং CADAM এর পরিচালক, মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান স্মারক বইয়ে মন্তব্য প্রদান করেন।

খুলনা রেলওয়ে স্টেশন থেকে রাতে যাত্রা শুরু করে বাংলাবান্ধায় সাইকেলিস্ট টিম পৌঁছায়।

রংপুর সার্কিট হাউসে, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, রংপুর, এমডি সাইদুল ইসলাম এবং শেয়ার ফাউন্ডেশন এর পরিচালক, মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান স্মারক বইয়ে মন্তব্য প্রদান করেন।

গাইবান্ধা জেলার, মাননিয় জেলা প্রসাশক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, চৌধুরী মোয়াজ্জম আহমদ মহোদয় এবং আত্ম উন্নয়ন সংস্থা এর নির্বাহী পরিচালক, ফরহাদ হোসেন মন্ডল স্মারক বইয়ে মন্তব্য প্রদান করেন।

সিরাজগঞ্জ জেলার মাননীয় জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম স্মারক বইয়ে মন্তব্য প্রদান করেন।

ঢাকায় স্থানীয় আয়োজক সদস্য ডব্লিউবিবি ট্রাস্ট এর নির্বাহী পরিচালক, সাইফুউদ্দিন আহমেদ সার্বিকভাবে সহযোগীতা প্রদান করেন।

জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা এর পক্ষে- ডেপুটি কালেক্টর, ফরিদুল ইসলাম এবং ইউনাইটেড পিপলস ট্রাস্ট এর নির্বাহী প্রধান, আলী হাজারী স্মারক বইয়ে মন্তব্য প্রদান করেন।

জেলা প্রশাসক এর পক্ষে, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) চট্টগ্রাম, সাদি উর রহিম জাদিদ এবং নাসিমা বানু, পরিচালক, (ইপসা), সহযোগীতা প্রদান করেন এবং স্মারক বইয়ে মন্তব্য প্রদান করেন।

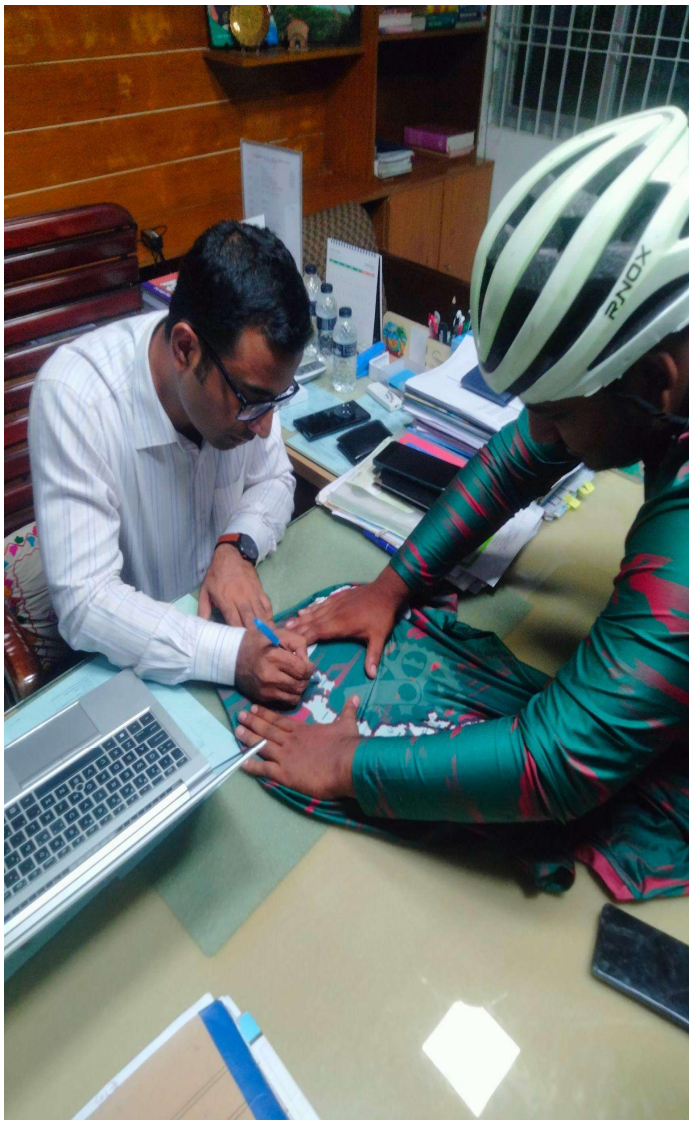

জেলা প্রশাসক এর পক্ষে, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, কক্সবাজার, মোঃ শহিদুল আলম এবং বেসরকারি সংগঠন HELP এর নির্বাহী পরিচালক, আবুল কাশেম, সহযোগীতা প্রদান করেন এবং স্মারক বইয়ে মন্তব্য প্রদান করেন।

জেলা প্রশাসক, ফেনী এর পক্ষে- সহকারী কমিশনার, নেজারত এবং বেসরকারি সংগঠন, একতা মহিলা উন্নয়ন সমিতি এর নির্বাহী পরিচালক, রোকেয়া ইসলাম ও রেনিসা ফেনী এর পরিচালক, মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম সহযোগীতা প্রদান করেন এবং স্মারক বইয়ে মন্তব্য প্রদান করেন।

টেকনাফে সাইকেলিস্ট টিম পৌঁছানোর মাধ্যমে "স্বাস্থ্যকর বাংলাদেশ যাত্রা" সমাপ্ত হয়।

World Health Organization

CLPA CENTER FOR LAW & POLICY AFFAIRS

We are for the Next Generation... SEIAM Social & Environmental Increasing Analysis Movement

Work for a Better Bangladesh Trust

BATA

নগরের খবর
গবেষণামূলক উন্নয়নবার্তা

ark foundation

Knowledge is Power
DIU
Estd. 7th April, 1995

Healthy city forum

BELA
Bangladesh Environmental Lawyers Association

অদিকা
সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের প্লাটফর্ম

THE LEGAL DOOR'S
Law firm, Mediation & Arbitration Center

সিয়াম

ঠিকানা: এফ-৬,২৬/১, শের-ই-বাংলা রোড, খুলনা।
মোবাইল: +৮৮০১৭১২-৮০৯৫২৯
ইমেল: info@seiam.org
ওয়েব: www.seiam.org